বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২ - ২০২৩

বাঁচতে শেখা

আমদের সম্পর্কে আরো বিশদভাবে জানাতে -
শহীদ মশিউর রহমান সড়ক, আরবপুর
যশোর-৭৪০০, বাংলাদেশে ।
www.banchteshekha.org

সম্পাদক মন্ডলী

নির্দেশনায়ঃ
ড. আঞ্জেলা গমেজ
প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ
পলাশ হিউবার্ট গমেজ
নির্বাহী পরিচালক

নির্বাহী সম্পাদনায়ঃ
খন্দকার মকছুদুল হক
উপদেষ্টা

প্রচ্ছদ এবং সংকোলনঃ
হিমেল সঞ্জীব কিস্কু
প্রোগ্রাম ফোকাল
ও
সন্‌জিৎ কুমার লস্কার
একাউন্টস কোর্ডিনেটর

চিত্রন এবং ছাপাঃ
আনসার প্রেস
যশোর

স্বত্বাধিকারীঃ
বাঁচতে শেখা

প্রকাশনায়ঃ
বাঁচতে শেখা
৩৯০ (পুরাতন-৫৫০) শহীদ মশিউর রহমান সড়ক
আরবপুর, যশোর-৭৪০০
টেলিফোনঃ +৮৮০৪২১৬৮৮৮৫
ইমেলঃ bs_info@banchteshekha.org
ওয়েব সাইটঃ www. banchteshekha.org

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালকের বাণী	৩ - ৩
০২	নির্বাহী পরিচালকের বাণী	৪ - ৪
০৩	এক নজরে বাঁচতে শেখা	৫ - ৭
০৪	এক নজরে বাঁচতে শেখা বাস্তবায়িত প্রকল্প (২০২২-২০২৩)	৮ - ৮
৫	**কর্মসূচীর আলেখ্য**	
৫.১	প্রমোটিং পিস এন্ড জাস্টিস	০৯ - ১৪
৫.২	এ্যাকটিভেটিং এন্ড এনগেজিং গর্ভমেন্ট এন্ড পিউপিল ইন পার্টনারশীপ প্রজেক্ট (এইপি)	১৫ - ১৯
৫.৩	লার্নিং ৩৬০: লার্নিং ফর চেঞ্জ এন্ড রেজিলেন্স	২০ - ২২
৫.৪	চাইল্ড এমপওয়ারমেন্ট প্রোগ্রাম	২৩ - ২৬
৫.৫	বিএস- এডুকেশন ফর আন্ডারপ্রিভিলাইজ্ডচিলড্রেন প্রজেক্ট। (হতদরিদ্র শিশুদের শিক্ষা প্রকল্প)	২৭ - ২৯
৫.৬	বিএস সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম ফর দি ডিজ্যাবেল্ড	৩০ - ৩২
৫.৭	লিগ্যাল এইড এন্ড লিগ্যাল লিটারেসী	৩৩ - ৩৪
৫.৮	বাঁচতে শেখা "ইনস্টিটিউট অফ ট্রেনিং রিসোর্স এন্ড ডেমোনস্ট্রেশন" (ইটরাড)	৩৫ - ৩৫
৫.৯	সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য কম্পিউটার শিক্ষার সৃজনশীল সুযোগ	৩৬ - ৩৬
৫.১১	বাচঁতে শেখা স্কুল (সিএসআর)	৩৭ - ৩৮
৬	বাচঁতে শেখা ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প	৩৯ - ৪৩
৭	আর্থিক পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪	৪৪ - ৪৫
৮	বাঁচতে শেখার আর্থিক বিবরণী ২০২২ - ২০২৩ (আর্থিক অবস্থানের একত্রিত বিবৃতি)	৪৬ -

প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালকের বাণী
ড. আঞ্জেলা গমেজ

২০২২-২০২৩ সময়কালের জন্য বাঁচতে শেখা বার্ষিক প্রতিবেদনটি আপনাদের সবার সামনে প্রকাশ করতে পেরে এবং প্রতিবেদনের সময়কালে আমরা যে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছি তা সহভাগিতা করতে পেরে আমি অন্ত্যন্ত আনন্দিত। এই বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমরা আমাদের ক্রিয়াকলাপগুলিকে কৃতিত্বের সাথে বর্ণনা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এবং সেগুলিকে আমাদের দাতা, সুবিধাভোগী, স্টেকহোল্ডার এবং বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সামনে তাদের আপডেটের জন্য নিয়ে এসেছি। আমাদের জেনারেল বডি (জিবি) এবং নির্বাহী কমিটির (ইসি) সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতা ছাড়া এই লক্ষ্যগুলি অর্জন করা কখনই সম্ভব ছিল না। তারা সাফল্যের জন্য পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নকশা প্রণয়ন এবং কৌশল বাস্তবায়নে তাদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা এবং নেতৃত্ব প্রসারিত করেছে। আমাদের জেনারেল বডি (জিবি) এবং নির্বাহী কমিটির (ইসি) সদস্যদের আন্তরিক সমর্থনের জন্য সত্যিই কৃতজ্ঞ।

প্রতিবেদনের সময়কালটি সবার জন্য সত্যিই চ্যালেঞ্জিং ছিল এবং কোভিড মহামারীর ঠিক পরে নতুন স্বাভাবিক পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করা বেশ কঠিন ছিল। কারণ আগের বছরের কোভিড মহামারী পরিস্থিতি চলমান প্রকল্পের কার্যক্রমকে ব্যাহত করেছে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আমাদের কর্মীরা মহামারী পরিস্থিতিতে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে, জরুরী সময়ে সুবিধাভোগীদের সেবা করেছে এবং লক্ষ্যের বিপরীতে সাফল্য আনতে চেষ্টা করেছে। তাদের কঠোর পরিশ্রম, দলগত কাজ এবং অভ্যন্তরীণ চেতনার কারণে প্রতিবেদনের সময়কালে সংস্থার দ্বারা সমস্ত প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল। আমি আমাদের শুভাকাংখী, দাতা, উপকারভোগী, সম্প্রদায়, জিও/এনজিও, সমমনা প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের দীর্ঘ যাত্রাকে সমর্থন করার জন্য এবং শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমি বিশেষভাবে আমাদের দাতাদের ধন্যবাদ জানাই আর্থিক ও কারিগরিভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে এবং আমাদের লক্ষ্যিত সুফলভোগীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য। একই সাথে আমি আমাদের উন্নয়ন যাত্রায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটির জনগণ, সুফলভোগী এবং ব্যক্তিদের ধন্যবাদ জানাই।

জেনারেল বডি (জিবি), নির্বাহী কমিটি (ইসি) এবং স্টাফদের পক্ষ থেকে, আমি দাতা, সরকারী, বেসরকারি দপ্তরগুলিকে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। একই সময়ে সুবিধাবঞ্চিতদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আমাদের সাহায্য করার জন্য আমার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে তাদের অবদানকে স্বীকার করি।

পরিশেষে, আমি আমাদের উন্নয়ন যাত্রায় অনায়াসে সমর্থন ও উৎসাহের জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। লক্ষ্যিত সুবিধাভোগীদের সেবা করার জন্য আপনাদের ক্রমাগত সমর্থন এবং উৎসাহ আমাদের প্রধান শক্তি।

ডঃ আঞ্জেলা গমেজ
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক
বাঁচতে শেখা

নির্বাহী পরিচালকের বাণী
পলাশ হিউবার্ট গমেজ

বাঁচতে শেখার বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২ - ২০২৩ প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত, যেটি বাঁচতে শেখার কর্মসূচির কার্যক্রম তুলে ধরে। করোনা মহামারী পরিস্থিতির পাশাপাশি নতুন স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও রিপোর্টিং বছরটি সবার জন্য চ্যালেঞ্জিং ছিল। সেই চ্যালেঞ্জগুলি অতিক্রম করে বাঁচতে শেখা আরও এক বছর অতিক্রম করেছে, যেখানে উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক গতিশীল রাখা সম্পূর্ণভাবে একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে এবং ফলপ্রসূ প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতিটি কর্মসূচি ও প্রকল্পে বিশেষ করে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাভোগীরা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি পরিবার ও সমাজে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে ।

আমি আমাদের উন্নয়ন অংশীদার, সরকারী ও বেসরকারি সংস্থা, ব্যাংক, সাংবাদ সংস্থা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আমার শুভেচ্ছা ও শুভেচ্ছা জানাই, যা সংস্থাটিকে সমৃদ্ধির অবস্থানে নিয়ে যাচ্ছে। সর্বোপরি আমি মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ), এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো, সমাজসেবা অধিদপ্তর, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয় এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী সচিবালয় সহ অন্যান্য আইনী সংস্থা এবং মন্ত্রনালয়ের কাছে তাদের অপরিহার্য সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞ।

একই সাথে আমি সাংগঠনিক কৌশল, মূল মূল্যবোধ, মিশন এবং দৃষ্টিভঙ্গি পরিচালনা করার জন্য তাদের নিরন্তর সমর্থন, প্রেরণা, সহযোগিতা এবং নির্দেশনার জন্য আমাদের সাধারণ পরিষদ এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আমি কর্মজীবিদের প্রতি আমার আন্তরিক স্নেহ ও কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা সর্বদা নিজেকে উৎসর্গ এবং কঠোর পরিশ্রমের সাথে সংস্থার উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। আমি আমাদের মূল্যবান গ্রুপ-সদস্য এবং সুবিধাভোগীদের তাদের প্রকৃত আকাংখা, আগ্রহ এবং প্রতিশ্রুতির জন্য কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে আমি আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে, এই বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠকদের বাঁচতে শেখার কার্যক্রম সর্ম্পকে জানতে সাহায্য করবে এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে অনুঘটক হয়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করবে।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা সহ

পলাশ হিউবার্ট গমেজ
নির্বাহী পরিচালক
বাঁচতে শেখা

এক নজরে বাঁচতে শেখা

সংস্থার ভিশনঃ বাঁচতে শেখা এমন এক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে যেখানে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র নারী ও শিশুদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে এবং সামাজিক সৌহার্দ্য, শান্তি, ন্যায়-বিচার এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

সংস্থার মিশন ঃ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র নারী ও শিশুদের উন্নত জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা বিধানের পাশাপাশি আইনগত এবং গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনে তাদেরকে সচেতন করে তোলা এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় সহায়তা বিধানে বাঁচতে শেখা সর্বদা অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবে।

গোলঃ কর্ম এলাকায় লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠির জন্য শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সাথে মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে অবদান রাখা ।

প্রতিষ্ঠানের মূলনীতিঃ

- সম্পূর্ন দানশীল, উপকারী, শিক্ষামূলক, অরাজনৈতিক সমাজ গঠনে ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়, লিঙ্গ ও বর্ণ সমাজ এড়িয়ে চলা। সমাজ হবে ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়, লিঙ্গ ও বর্ণ সম্পর্কিত একটি বৈষম্যহীন ব্যবস্থা ।
- কেবলমাত্র সর্বশক্তিমানই সংস্থার কর্মের ভিত্তি ।
- সংস্থার সদস্য ও কর্মীদের অবশ্যই কিছু মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতি মেনে চলতে হবে যা অবশ্যই মানবসম্পদ নীতিমালায় প্রতিফলিত হবে ।
- লৈঙ্গিক সমতা এবং ন্যায়পরায়নতা সংস্থার নীতি হবে যা প্রতিটি ক্ষেত্রে ফোকাস করা উচিৎ হবে ।

বাঁচতে শেখার কৌশলগত লক্ষ্যঃ মিশন সম্পাদন করতে বাঁচতে শেখা দরিদ্র সম্প্রদায়ের সক্ষমতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে:

- **সামাজিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রঃ** সামাজিকভাবে সুবিধা বঞ্চিত বিশেষত: নারী ও শিশুদের জন্য সকল সামাজিক অবিচার ও অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই করা ।
- **সেবা প্রদানের মৌলিক ক্ষেত্র ঃ** দরিদ্র নারী ও শিশুদের জন্য প্রাথমিক পরিসেবাগুলির অভিগম্যতা এবং মান উন্নত করা ।
- **অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন খাত ঃ** দক্ষতা বিকাশ, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আয়ের উৎসের সুযোগ সৃষ্টি করে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা ।
- **জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং এবং খাদ্য ও জীবিকা ঃ** দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়া ।

মূলধারার কর্মসূচী এবং প্রাধান্য ঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এবং দাতা সংস্থার প্রাধান্য বিবেচনা করে এবং সংস্থার শক্তি ও সামর্থ্য কাজে লাগিয়ে বাঁচতে শেখা চারটি বৃহৎ থিমেটিক এরিয়া এবং অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচী গ্রহন করবেন যা একে অপরের পরিপূরক । মূলধারার কর্মসূচী এবং বিষয়গত অগ্রাধিকারগুলি হল ঃ

সামাজিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রঃ	সেবা প্রদানের মৌলিক ক্ষেত্রঃ
অগ্রাধিকারঃ পরিবার ও সমাজে নিরপেক্ষতা, অধিকার এবং শান্তি নিশ্চিতকরণঃ • পরিবার ও সামাজে নিরপেক্ষতা অগ্রাধিকার এবং নিশ্চিত করা । • সুবিধা বঞ্চিত নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ন এবং লৈঙ্গিক সাম্যতার উন্নয়ন করা । • আইনী সহায়তা/ সমাচিক ন্যায় বিচার । • প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণ।	**অগ্রাধিকারঃ স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় অভিগম্যতাঃ** • প্রাথমিক স্বাস্থসেবা ও স্বাস্তকর ব্যবস্থা । • নারী ও শিশুদের পুষ্টি । • ফিজিওথেরাপী ও পূর্নবাসন । • প্রাক-প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ব্যবস্থা • কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা ।

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ক্ষেত্রঃ	জলবায়ূ পরিবর্তন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং এবং খাদ্য ও জীবিকাঃ
অগ্রাধিকারঃ দক্ষতা উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আয়মূলক কর্মসূচীঃ • উৎপাদনশীলতা এবং মানব সম্পদ বিকাশ • সম্পদ আহরন এবং বহুমুখীকরণ । • কর্মসংস্থান । • সামাজিক ব্যবসা । • বিপনন এবং সংযোগ । • আর্থিক পরিসেবায় অভিগম্যতা ।	**অগ্রাধিকারঃ জলবায়ূ পরিবর্তন, দুর্যোগ মোকাবেলা, খাদ্য নিরাপত্তা ও সুরক্ষাঃ** • জলবায়ূ পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি এবং অভিযোজন । • জলবায়ূ পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবেলার ক্রিয়কলাপ প্রচার এবং কর্মসূচী গ্রহন । • ভারসাম্যহীন পরিবেশের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ । • জীবন সুরক্ষার যোগ্যতা অর্জন এবং প্রযুক্তির ব্যবহার। • খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়ন

কর্মসূচীর সুনির্দিষ্ট নীতি ও প্রায়োগিক উদ্দেশ্য সমূহঃ

১. পিছিয়ে পড়া, দুঃস্থ, অবহেলিত, দরিদ্র এবং দরিদ্রতম নারীদের নিয়ে দল গঠন।
২. নারীদেরকে আয়ের পথ সৃষ্টিতে সহযোগিতা করা এবং উক্ত আয় থেকে সঞ্চয় করতে উদ্ধুত করা।
৩. সঞ্চয়কৃত অর্থ ক্ষমতা কাঠামো ও মহাজনদের শোষণ হতে মুক্তির লক্ষ্যে ব্যবহার করা ও অভিষ্ট নারীদের জন্য নূতন নূতন আয়ের পথ সৃষ্টি এবং প্রচলিত কাজগুলোতে গতিশীলতা আনয়ন।
৪. বর্তমান সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে পিছিয়ে পড়া নারীদের সচেতন করা, আইনগত ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা এবং ক্ষমতা কাঠামোর আওতায় নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রয়াসের জন্য প্রস্তুত করা।
৫. অভিষ্ট নারীদেরকে বাস্তব ভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা।
৬. খাদ্য- দ্রব্য সংরক্ষণ ও খাবারের পুষ্টি জ্ঞানের উপর অভিষ্ট নারীদেরকে সচেতন করা এবং এ ব্যাপারে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।
৭. প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান।
৮. গ্রামীণ নারীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে চিকিৎসা ও প্রতিরোধের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি।
৯. পরিবার পরিকল্পনা তথা জনসংখ্যা ব্যাপারে গ্রামীণ নারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।
১০. শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
১১. অভিষ্ট নারীদের মধ্যে থেকে দক্ষ উন্নয়ন কর্মী তৈরী করা ও তাদের জন্য আয়মূলক কর্মকান্ডসহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
১২. লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠিকে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তোলা ।
১৩. জলবায়ূ পরিবর্তনে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
১৪. প্রাকৃতিক ও মানুষের সৃষ্ট দুর্যোগের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সহায়তা প্রদান ও পূর্নবাসন করা ।
১৫. যৌতুক, বাল্যবিবাহসহ যে কোন ধরনের নারী নির্যাতনের ঘটনায় নারীদেরকে আইনগত সহায়তা প্রদান।
১৬. দুঃস্থ প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
১৭. অভিষ্ট নারী ও শিশুদের জীবন ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা।
১৮. দুঃস্থ, অবহেলিত ও বঞ্চিত শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।
১৯. আর্সেনিকের প্রভাব ও প্রতিকার সম্পর্কে জন সচেতনতা সৃষ্টি, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিস্কাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
২০. গৃহহীন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সহজ শর্তে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা।
২১. বিভিন্ন সরকারী কর্মসূচীতে যথাযথ সম্পূরক ভূমিকা পালন।
২২. উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখা।

২৩.সর্বোপরি লৈঙ্গিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ।
২৪.আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের ব্যাপারে সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গান, শ্লোগান, নাটক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের বিস্তৃতি ঘটানো।
২৫.মাদক বিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
২৬.প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে কর্মসূচী গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা।
২৭. তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জনে সহায়তা দান করা ।
২৮.পরিবেশ ও জলবায়ূ পরিবর্তন জনিত দুর্যোগ মোকাবেলা কার্যক্রম গ্রহন করা ।

লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠি / সুফলভোগীঃ পিছিয়ে পড়া দরিদ্র/দরিদ্রতম, অসহায়, নির্যাতিত, নিপীড়িত জনগোষ্ঠি বোঝাবে। তবে এই জনগোষ্ঠির মধ্যে নারী ও শিশুরা প্রাধান্য পাবে ।

উন্নয়ন সহযোগি/দাতাঃ

বর্তমান : মানুসের জন্য ফাউন্ডেশন (এম জে এফ), ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল, এসোসিয়েজিওন পারসিইউএ-ইতালি, এলএফ-সিডিডি, লেপ্রোসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিএলএমআই-বি), এ্যসোসিয়েজিয়েন সলিডারিটিযে টিরেজামন্ডো-ইতালি, ইন্ডেব্রেসভুর, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও শিক্ষা অ্যাকশন - ইতালি, ব্রাক, এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান /ব্যাংকগুলি ।

অতীতঃ সিএনএফএ, প্লান ইন্পারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ফিস সেন্টার, সিএলএস, অক্সফাম-জিবি, এসডিএলজি, ডানিডা, সেভ দ্যা চিলড্রেন, দুবাই কেয়ার, দি এশিয়া ফাউন্ডেশণ, নোভিব, নোরাড, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, এপিএস, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক সমূহ ।

সাংগঠনিকং কাঠামোঃ সাধারণ পরিষদ ২৭ জন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত । সাধারণ পরিষদ সদস্যগন তাদের মধ্য হতে ৩ বছরের জন্য ৯জন কে নির্বাহী পরিষদের জন্য নির্বাচন করেন । নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে সম্পাদক নির্বাহী পরিচালকের দ্বায়িত্ব পালন করেন । নির্বাহী পরিচালক তার সহযোগিতার জন্য নির্বাহী পরিষদের সভাপতির সম্মতিক্রমে অন্যান্য কর্মজীবিগনের পদায়ন করেন ।

আইনগত ভিত্তিঃ বাঁচতে শেখা নিম্নলিখিত কর্তৃপক্ষের সাথে নিবন্ধিত -

ক্রমিক	নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ	নিবন্ধন নম্বর	নিবন্ধন তারিখ এবং বর্তমান অবস্থা
১	সমাজ সেবা অধিদপ্তর	যশোর-১৮৫/৮১	০৯.০৬.১৯৮১ এবং হালনাগাদ
২	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	এফডি-১৪৬	০৬.০৭.১৯৮৩ এবং ৩০.৫.২০৩০ পর্যন্ত
৩	জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস	এস-৭২৮১(৪৭০) /০৭	০২.১২.২০০৭
৪	এমআরএ	০৩৪৪৬-০১৩০৯-০০৩২৮	০৭.০৯.২০০৮ এবং হালনাগাদ
৫	ডান্স	৭৩-১৫৭-৬৬০৪	৩১মার্চ ২০১৬ এবং হালনাগাদ
৬	প্যাডোর ইউরোপ এইড আইডি	বিডি-২০১২-ইকিউএ-০৪০১১৯৬৬৫৬	১৫ মার্চ ২০১১ এবং হালনাগাদ

এক নজরে বাঁচতে শেখা বাস্তবায়িত প্রকল্প ২০২২-২০২৩

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাপ্তির উৎস
১.	প্রোমিটিং পিচ এন্ড জাস্টিস	ডেমোক্রাসী ইন্টার ন্যাশনাল
২.	লিগ্যাল এ্ইড এন্ড লিগ্যাল লিটারেসী	নিজস্ব তহবিল
৩.	এক্টিভেটিং এন্ড এনগেজিং গভার্নমেন্ট এন্ড পিপল ইন পার্টনারশীপ (এইপি)	দি লেপ্রোসী মিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
৪.	লার্নিং ৩৬০: লার্নিং ফর চেঞ্জ এন্ড রেজিলেনস	দি লেপ্রোসী মিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
৫.	চাইল্ড এমপওয়ারমেন্ট প্রোগ্রাম	এল এফ/সিডিডি
৬.	বিএস সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম ফর দি ডিজাব্যাল্ড	১. লা বোগেতা সোলিডারিতা উতালী, ২. এসোসিয়া পারসুয়া ইতালী, ৩. ইন ড্রেস ভোর নেদারল্যান্ড
৭.	বিএস এডুকেশন ফর আন্ডার প্রিভিলাইজড চিলড্রেন	আইডিয়া-ইতালী
৮.	ইনস্টিটিউট অফ ট্রেনিং রির্সোস এন্ড ডেমোন্সট্রেশন (ইটরাড), বাঁচতে শেখা	নিজস্ব তহবিল
৯.	সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য কম্পিউটার শিক্ষার সৃজনশীল সুযোগ (কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত)	নিজস্ব তহবিল
১০.	বাঁচতে শেখা মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রাম	নিজস্ব তহবিল

কর্মসূচীর আলেখ্য

প্রমোটিং পিস এন্ড জাস্টিস (পিপিজে) - গাজীপুর

দাতা সংস্থাঃ ইউএসএআইডি এবং ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল।

প্রকল্পের লক্ষ্য ঃ এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো- বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকারের উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে সরকারী সংস্থাগুলির প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি করণ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১. সুষ্ঠ ও কার্যকর সেবা প্রদানের জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে সংবেদনশীল সংস্থাগুলির মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বাড়ানোর মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় সংস্থাগুলির সক্ষমতা বাড়ানো।

২. দরিদ্র,মহিলা, শিশু ধর্মীয়এবং জাতিগত সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠিগুলিতে আইন সম্মত পরিসেবাগুলির প্রবেশাধীকার তৈরী করার মাধ্যমে আইনী অধিকার সম্পর্কে সচেনতা বৃদ্ধি এবং একই সাথে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থার গ্রহনযোগ্যতা বাড়ানো।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

১. লক্ষিত জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি সক্রিয় ও সমন্বয় বাড়ানো।

২. আইনী অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে জনগনের মধ্যে বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা বাড়ানো।

প্রকল্পের সুবিধা ভোগী (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুবিধা ভোগী) ঃ প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী - ৫৪০জন (এর মধ্যে নারী-১৮০, পুরুষ-৩৬০) এবং পরোক্ষ সুবিধাভোগী - ১৫৬৯৩২জন (এর মধ্যে নারী-৭৪৫১১, পুরুষ-৮২৪২১) ।

উপাদান অনুসারে অগ্রগতি (জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ এর মধ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধির অবস্থা):

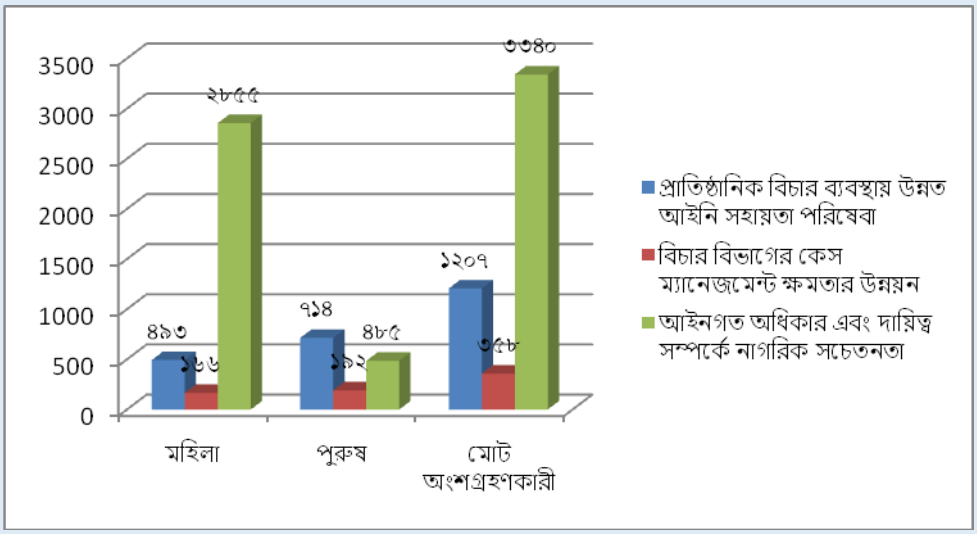

একনজরে অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নরুপ ঃ জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ সাল পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যক্রম

কম্পোনেন্ট- ১ প্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থায় উন্নত লিগ্যাল এইড সেবা				
কর্মসূচীর নাম	মোট সম্পাদন	নারী	পুরুষ	মোট অংশগ্রহনকারী
জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি ও ইউনিয়ন পরিষদ লিগ্যাল এইড কমিটি এর সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি করার জন্য "উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটি" এর সাথে মিটিং।	১২	৭৩	৭২	১৪৫

জেলা লিগ্যাল এইডক মিটি” ও “ উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটি”এর সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি করার জন্য “ইউনিয়ন পরিষদ লিগ্যাল এইড কমিটির” এর সাথে মিটিং।	৯৭	৩৯৭	৬১০	১০০৭
সহজতর লিগ্যাল এইড সার্ভিস প্রদান করার জন্য “উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটি” এর TIP, GBV, and VE সম্পর্কে দিনব্যাপী সংবেদনশীল অধিবেশন পরিচালনা করা।	০৪	২৩	৩২	৫৫
সহজতর লিগ্যাল এইড সার্ভিস প্রদান করার জন্য “জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি”এর TIP, GBV, and VE সম্পর্কে দিনব্যাপী সংবেদনশীল অধিবেশন পরিচালনা করা।	০১	০৭	১৩	২০
মোট	**১১৪**	**৪৯৩**	**৭১৪**	**১২০৭**

কম্পোনেন্ট- ২ বিচার বিভাগের মামলা ব্যবস্থাপনা সক্ষমতার উন্নয়ন				
কর্মসূচীর নাম	**মোট সম্পাদন**	**নারী**	**পুরুষ**	**মোট অংশগ্রহনকারী**
জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি, উপজেল ালিগ্যাল এইড কমিটি, এবং ইউনিয়ন পরিষদ লিগ্যাল এইড কমিটির সাথে কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য অর্ধবার্ষিকী সমন্বয় সভা আয়োজন করা।	১	০	০	০
জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রতি ৩মাস অন্তর সভা।	০২	১৮	৩২	৫০
বিচারক, আইনজীবি এবং পিপি সকলে লিগ্যাল এইড সার্ভিসের মান বৃদ্ধি করার জন্য প্রতি ৩মাস অন্তর সভা।	০৩	৪৩	৪৯	৯২
জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির প্যানেল আইনজীবিদের সাথে প্রতি ৩মাস অন্তর সভা।	০৩	২৬	৯৮	১২
আদালতের ষ্টাফদের সাথে প্রতি ৩মাস অন্তর সভা।	৩	৭৯	১৩	৯২
মোট	**১১**	**১৬৬**	**১৯২**	**৩৫৮**

কম্পোনেন্ট- ৩ আইনী অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে নাগরিক সচেতনতা				
কর্মসূচীর নাম	**মোট সম্পাদন**	**নারী**	**পুরুষ**	**মোট অংশগ্রহনকারী**
আইনগত অধিকার এবং দায়বদ্ধতা সম্পর্কে অধিক জানানোর জন্য উঠান বৈঠকের আয়োজন করা।	১৫৯	২৭৫১	২২৫	২৯৭৬
উপজেলা পর্যায়ে আইনগত সেবা সমূহের উপর গণশুনানীর আয়োজন করা	০৪	১০৪	২৬০	৩৬৪
লিগ্যাল এইডের তথ্য সম্বলিত ইউনিয়ন পর্যায়ে সাইনবোর্ড, উপজেলা পর্যায়ে বিলবোর্ড স্থাপন করা।	০০	০০	০০	০০
মাইকিং ক্যাম্পেইন	১৫	৭৪৫০০	৮৮০০০	১৬২৫০০
মোট	**১৭৮**	**৭৭৩৫৫**	**৮৮৪৮৫**	**১৬৫৮৪০**

কার্যক্রম হাইলাইট

ইউনিয়ন পরিষদ লিগ্যাল এইড কমিটির দ্বি-মাসিক (UPLAC): প্রতি দুই মাস পর পর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে দ্বি-মাসিক UPLAC সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কমিটির অগ্রগতি পর্যালোচনা করে পরবর্তী জন্য এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

UPLAC-এর দ্বি-মাসিক সভার উদ্দেশ্য হল UPLAC-কে সহজতর করা এবং তাদের নিয়মিত দায়িত্ব পালনের জন্য কার্যকর করা এবং তৃণমূল দরিদ্র লোকদের আইনি সহায়তা প্রদান করা। এই কার্যকলাপের লক্ষ্য হল এই কমিটি সদস্যদের অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সংবেদনশীল করা। এখন ইউপিএলএসি সমাজে কাজ করছে এবং লোকেরা তাদের প্রয়োজন অনুসারে আইনি সহায়তা পাচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, ইউপিএলএসি সদস্যরা স্থানীয় লোকেদের আইনি সহায়তা করার জন্য এবং সরকারী আইনি সহায়তা পরিষেবাগুলিকে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আরও সহায়ক।

উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটির দ্বি-মাসিক (UZLAC): উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের (ইউএনও) উপস্থিতিতে উপজেলা পর্যায়ে প্রতি দুই মাস পর পর দ্বি-মাসিক **UZLAC** সভা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বি-মাসিক সভার উদ্দেশ্য হল **UZLAC** -এর নিয়মিত কার্যক্রম অনুসরণ করা এবং তারা তৃণমূল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সঠিকভাবে আইনি সহায়তা দিচ্ছে কি না তা নিয়ে আলোচনা করা। এই ক্রিয়াকলাপের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল **UZLAC** কমিটির সদস্যদের তাদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সংবেদনশীল করা। এখন **UZLAC** সদস্যরা তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন এবং সক্রিয়ভাবে **UZLAC** এবং **DLAC** সাথে আপ-ওয়ার্ডকে আইনি সহায়তা দিয়ে জনগণের সেবা করার জন্য সহায়তা করছে।

লিগ্যাল এইড এবং লিগ্যাল লিটারেসি এবং মাইকিং-এর উপর কোর্টইয়ার্ড মিটিং: কোর্টইয়ার্ড মিটিং হল লোকেদের বাড়ীর কাছাকাছি কমিউনিটি মিটিং যা প্রশিক্ষণের চেয়ে কম আনুষ্ঠানিক এবং ছোট। এগুলি কম ব্যয়বহুল এবং সংগঠিত করা সহজ। এই প্রকল্পের অধীনে উঠান বৈঠকের উদ্দেশ্য হল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় আইনি সহায়তা কর্মসূচির প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আইনি সহায়তা পরিষেবার বিষয়ে গুরুতর সমস্যা এবং উদ্বেগ সম্পর্কে সাধারন মানুষকে সচেতন করা। চূড়ান্ত লক্ষ্য হল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় আইনি সহায়তা পরিষেবা সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদের স্থানীয় পর্যায়ে (ইউনিয়ন ও উপজেলা) পরিষেবাগুলি উপভোগ করতে সহায়তা করা। উঠান বৈঠক ছাড়াও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইনি সহায়তা সেবা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য প্রকল্প এলাকায় মাইকিং করা হয়েছে। উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে দিনব্যাপী মাইকিং করা হয় এবং কমিউনিটি পর্যায়ে আইনি সহায়তা সংক্রান্ত লিফলেট, হ্যান্ড নোট ও পোস্টার বিতরণ করা হয়।

UZLAC এবং DLAC এর সাথে সংবেদনশীলতা সেশন: কার্যকলাপের উদ্দেশ্য হল **UZLAC** এবং **DLAC** সদস্যদের সংবেদনশীল করা এবং তৃণমূল মানুষের জন্য আইনি সহায়তা পরিষেবাগুলি নিশ্চিত করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করা। সংবেদনশীলতার সেশনের মাধ্যমে UZLAC এবং DLAC সদস্যরা ব্যক্তি পাচার (TIP), লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা (GBV) এবং সহিংসতা চরমপন্থা, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ বাংলাদেশের আইন, নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে নিপীড়ন প্রতিরোধ আইন ২০০০ (Amen) সম্পর্কে সচেতন হন। ২০০৩), আইনি সহায়তা পরিষেবা আইন ২০০০, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০, হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত যৌন হয়রানির নির্দেশিকা। যৌন হয়রানি প্রতিরোধ, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২, তথ্যের অধিকার (সংশোধন) আইন, ২০১২ এবং শিশু আইন ২০১৩) এবং সেই আইন লঙ্ঘনের শাস্তি সম্পর্কেও জানানো।

ভিডিও প্রজেকশন সহ পাবলিক শুনানি এবং স্কুল বিতর্ক:

পাবলিক শুনানি: গণশুনানির মূল উদ্দেশ্য হল আইনি সহায়তা পরিষেবার সমস্যাগুলি বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সাথে শেয়ার করা এবং তাদের প্রয়োজনে যথাযথ পরিষেবা পেতে সহায়তা করা। এগুলি ছাড়াও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় আইনগত সহায়তা কর্মসূচির প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আইনি সহায়তা পরিষেবাগুলির গুরুতর সমস্যা এবং উদ্বেগগুলি সম্পর্কে স্থানীয় জনগণ, স্থানীয় সিবিও এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের স্পষ্ট এবং বোধগম্য করে তোলে। চড়ান্ড় লক্ষ্য হল প্রান্ড়িক জনগোষ্ঠীকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় আইনি সহায়তা পরিষেবা সম্পর্কে সচেতন করা আইনি সহায়তা পরিষেবাগুলি স্থানীয় পর্যায়ে পরিষেবাগুলি ছড়িয়ে দেওয়া।

ভিডিও প্রজেকশন সহ স্কুল বিতর্ক: বিতর্ক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় আইনগত সহায়তা পরিষেবা SMC সদস্য, শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। তাছাড়া বিতর্ক প্রতিযোগিতা কর্মসূচির চুড়ান্ত উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সাধারণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় আইনি সহায়তা কর্মসূচির সুবিধা ছড়িয়ে দেওয়া। স্কুল বিতর্ক অনুষ্ঠানের বিষয় হল "সরকারি আইনি সহায়তা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আইনি অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিতর্ক অনুষ্ঠানের পর শিক্ষার্থীদের এবং অন্যদেরকে সরকারি বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পরিষেবা সম্পর্কে সচেতন করতে এবং কমিউনিটির উপলব্ধ আইনি সহায়তা পরিষেবা দিয়ে তাদের সমৃদ্ধ করার জন্য একটি ভিডিও শো দেখানো হয়। বিতর্ক অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল আইনী সহায়তা সংক্রান্ত বিষয়ে স্কুলের শিশুদের সচেতন করা এবং তাদের আশেপাশে স্বেচ্ছাসেবক হতে অনুপ্রাণিত করা যাতে আইনি সহায়তার প্রয়োজন এমন সম্প্রদায়ের লোকেদের আইনি সহায়তা প্রদান করা যায়।

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদযাপন:

"বিনামূল্যে আইনি সহায়তা নিন, শেখ হাসিনার সরকার এই আশ্বাস দিচ্ছে" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস (২৮ এপ্রিল, ২০২৩) যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। দিবসটি পালনে গাজীপুর জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানের আয়োজনে অংশ নেয়া পিপিজে-গাজীপুর কমিটি। সকাল ৯টায় মাননীয় জেলা ও দায়রা জজ ও জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি গাজীপুরের চেয়ারম্যান, মাননীয় জেলা প্রশাসক (ডিসি), মাননীয় বিচারক, মহিলা ও শিশু কর্মকর্তা, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল সার্জনের নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আরো উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) মহোদয় এবং জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ আরও অনেক সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ।

দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে ডিএলএসি গাজীপুর ও পিপিজে-গাজীপুর দিনব্যাপী কর্মসূচির আয়োজন করেছে। র‍্যালির মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন শুরু হয় যেখানে প্রায় ৪৫০ জন (পুরুষ ৩০০জন এবং মহিলা ১৫০ জন) সাথে মাননীয় জেলা ও দায়রা জজ এবং চেয়ারম্যান জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি গাজীপুর, মাননীয় জেলা প্রশাসক (ডিসি), মাননীয় বিচারক, মহিলা ও শিশু কর্মকর্তাগণ, অংশগ্রহণ করেন। চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল সার্জন, পুলিশ সুপার (এসপি) এবং আরও অনেক সম্মানিত ব্যক্তি ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা।

একই দিন আদালতের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদযাপনের গুরুত্ব এবং জনগণের জন্য সরকারের বিভিন্ন সেবা নিয়ে আলোচনা করা হয় যেখানে প্রায় ১৭০ জন (পুরুষ ১৫০ জন এবং মহিলা ২০ জন) অংশগ্রহণ করেছেন। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় জেলা ও দায়রা জজ ও চেয়ারম্যান জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি গাজীপুর। অন্যান্য বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় জেলা প্রশাসক (ডিসি), মাননীয় বিচারক, মহিলা ও শিশু কর্মকর্তা, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল সার্জন, পুলিশ সুপার (এসপি) সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। বিকাল ৪.০০ টায় একটি বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ইউএসএআইডির পিপিজে-এর চিফ অফ পার্টি, সিনিয়র আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, পিপিজে অ্যাক্টিভিটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিকাল ৪.০০ টায় একটি বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ইউএসএআইডির পিপিজে-এর চিফ অফ পার্টি, সিনিয়র রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর, পিপিজে অ্যাক্টিভিটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ক্লায়েন্ট কনসালটেশন মিটিং: ক্লায়েন্ট কনসালটেশন মিটিং সাধারণত ত্রৈমাসিকভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন আইনি সহায়তা সংক্রান্ড় বিষয়ে আইনি সহায়তা প্রার্থীদের সাথে পরামর্শ করে। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার এবং সদস্য সচিব, জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির। পরামর্শ সভার উদ্দেশ্য হল ক্লায়েন্টদের (আইনি সহায়তা প্রার্থীদের) কাছ থেকে শোনা এবং আইন অনুযায়ী উপযুক্ত সমাধানের সাথে তাদের পরামর্শ দেওয়া।

ইউএসএআইডি-এর পিপিজে অ্যাক্টিভিটি মাননীয় চীফ অফ পার্টি হেদার গোল্ডস্মিথ ত্রৈমাসিক ক্লায়েন্ট কনসালটেশন মিটিং পরিদর্শন করেন। মিটিংয়ে তিনি সক্রিয়ভাবে ক্লায়েন্টের কথা শুনেছেন এবং তাদের বলেছিলেন যে আপনার কাহিনী শোনার মতো লোক নেই । মাননীয় ডিএলএও, প্রকল্প সমন্বয়কারী এবং আমি আপনার বক্তৃতা থেকে অনেক কিছু মনোযোগ সহকারে শুনেছি । আমার প্রিয় সহকর্মী সবকিছু অনুবাদ করেছেন। আপনার হৃদয়ের ব্যাথা আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আমি আপনার সাথে দেখা করে সত্যিই আনন্দিত এবং আপনার সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি আরও যোগ করেছেন DLAC কার্যকরী এবং তৃণমূল মানুষের কাছে আইনি সহায়তা পরিষেবা প্রসারিত করার জন্য খুবই ইতিবাচক। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ক্লায়েন্ট এবং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড অফিস (DLAO) এর মধ্যে একটি ভাল সংযোগ শুধুমাত্র আইনি সহায়তা প্রদান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে পারে এবং সর্বোচ্চ আইনি সহায়তা সুবিধা পেতে পারেন।

হেদার গোল্ডস্মিথ, পার্টির প্রধান পিপিজে-ইউএসএআইডি পিপিজে-গাজীপুর জজ কোর্টে অনুষ্ঠিত পরিষেবা প্রাপকদের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা পরিদর্শন করছেন।

এ্যকিটিভিটিং এন্ড এনগেজিং গর্ভারমেন্ট এন্ড পিউপিল ইন পার্টনারশীপ প্রজেক্ট (এইপি)

দাতাঃ দি লেপ্রসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল- বাংলাদেশ

প্রকল্পর এলাকা: যশোর জেলা ৮টি উপজেলা ।

প্রকল্পের লক্ষ্য: লেপ্রসি আক্রান্ত ব্যাক্তিদের জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো।

প্রকল্প ভিত্তিক উদ্দেশ্য:

১. লেপ্রসিতে আক্রান্ত ব্যাক্তি যাহাতে সহজে, যথাসময়ে, গুনগত ও সমন্বিত সেবা পায় তার ব্যবস্থা করা।

২. লেপ্রসি আক্রান্ত সমাজ থেকে চ্যুত ব্যাক্তিদের সমাজের মুল স্রোতধারায় ফিরায়ে আনা ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটানো।

৩. দি লেপ্রসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল - বাংলাদেশ এর এ্যাডভোকেসির মাধ্যমে সরকার ও জনগনের মধ্যে অংশিদারিত্ব সৃষ্টি করে মুলস্রোতধারায় ফিরিয়ে আনা।

৪. দি লেপ্রসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল - বাংলাদেশ ও পাটনার সংস্থার মধ্যে অংশিদারিত্ব, সহভাগিতা, শিক্ষণীয় বিষয় ও ভাল অভ্যাস গড়ে তোলা।

অগ্রগতি আপডেট: প্রকল্পের ফলাফল অর্জনের জন্য AEP প্রধানত ৩টি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে কাজ করে এবং ফলাফল অর্জনের জন্য ক্ষেত্রগুলিতে পরিকল্পনা কার্যক্রমগুলি করে। কার্যক্রমগুলো হলো-

কুষ্ঠ রোগ সনাক্তকরণের জন্য পরিবারের সাথে যোগাযোগ জরিপ: সাধারণত কুষ্ঠ রোগ শনাক্তকরণের জন্য পরিবারের সাথে যোগাযোগ জরিপ করা হয় এবং ভাল মানের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন পরিষেবার জন্য সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় সন্দেহভাজন কুষ্ঠ রোগীদের নিবন্ধনের আওতায় আনা হয়। প্রতিবেদনের সময়কালে মোট ৫৮৩০ টি পরিবার জরিপ করা হয়েছিল যেখানে মোট ২৫৬৪৭ জনকে কুষ্ঠ রোগ সনাক্তকরণের জন্য স্ক্রীনিং করা হয়েছিল। পরিবারের সাথে যোগাযোগের সমীক্ষার মাধ্যমে মোট ৩৪ জন কুষ্ঠ রোগীকে ভালো মানের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য নিবন্ধিত করা হয়েছে।

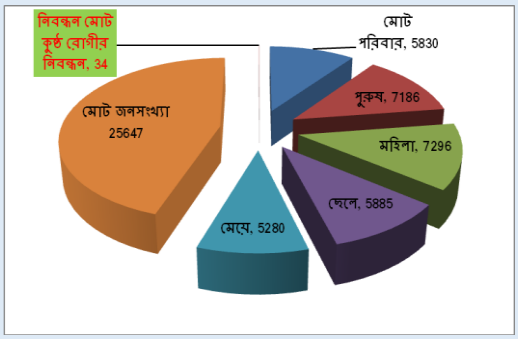

সম্প্রসারিত যোগাযোগ সমীক্ষা: সম্প্রসারিত যোগাযোগ জরিপ প্রধানত নিবন্ধিত কুষ্ঠ রোগীদের লক্ষ্য করে পরিচালিত হয় যারা চিকিৎসাধীন রয়েছে এবং একজন কুষ্ঠ রোগীকে কেন্দ্র করে প্রায় ৪০টি পরিবারকে লক্ষ্য করে জরিপ করা হয়। ৪৫টি নিবন্ধিত কুষ্ঠ রোগীদের লক্ষ্য করে মোট ১৮০০টি পরিবারকে (৮১০০ জন) কুষ্ঠ রোগ সনাক্তকরণের জন্য জরিপ করা হয়েছিল। সম্প্রসারিত যোগাযোগ জরিপে মোট ৬ জন সন্দেহভাজন কুষ্ঠ রোগী পাওয়া গেছে এবং তাদের মানসম্মত ভাল চিকিৎসা ও পুনর্বাসন পরিষেবার জন্য নিবন্ধিত করা হয়েছে।

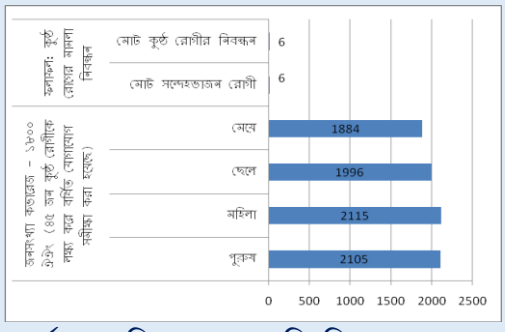

কুষ্ঠরোগ সচেতনতা নিয়ে উঠান বৈঠক: কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা, কুষ্ঠ রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন পরিষেবা কোথায় পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে তথ্য প্রচারের জন্য সাধারণত কমিউনিটি পর্যায়ে আয়োজিত উঠান বৈঠক। প্রতিবেদনের সময়কালে

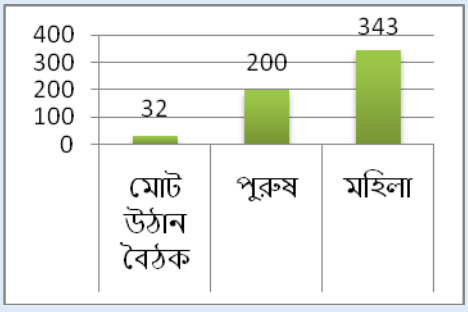

কমিউনিটি পর্যায়ে মোট ৩২টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল এবং মোট ৫৪৩ জন এর মধ্যে কুষ্ঠরোগের বার্তা পৌঁছেছে।

কার্যক্রম হাইলাইট

সরকারি কর্মীদের কুষ্ঠ রোগ অনুসন্ধান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ - প্রতিবেদনের সময়কালে ঝিকরগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কুষ্ঠ রোগ অনুসন্ধান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য দুটি (০২) প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল-

- সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীদের কুষ্ঠরোগ, কেস ফাইন্ডিং এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সচেতন করা ।
- প্রান্তিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারিতকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে জনগণের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ।
- কুষ্ঠ রোগীদের যথাযথ সেবা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কর্মকর্তার কার্যকর ভূমিকা পালন, কুষ্ঠ রোগীদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজকরণ, এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের মাধ্যমে ওষুধের যথাযথ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ।

- পরিশেষে সরকারি স্বাস্থ্য কর্মীদের কুষ্ঠ রোগীদের কাছে জবাবদিহি করা এবং তাদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করা।

মোট ৩৪জন সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী (পুরুষ - ২৩ এবং মহিলা - ১১) প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। প্রশিক্ষণে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সভাপতিত্বে এবং এমওডিসি, টিএলসিএ, স্বাস্থ্য পরিদর্শক (এইচআই), সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক (এএইচআই) এবং সিএইচসিপিরা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। উভয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অংশগ্রহণমূলক ছিল এবং প্রতিটি ছেলে সক্রিয়ভাবে আলোচনা সেশনে অংশগ্রহণ করেছিল। AEP প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছে এবং কুষ্ঠ সমস্যা, কেস ফাইন্ডিং, ব্যবস্থাপনা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে কুষ্ঠ রোগ নির্মূলে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছে।

সরকারী কর্মীদের সাথে কেস সনাক্তকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য যৌথ ইভেন্টের আয়োজন এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি - প্রতিবেদনের সময়কালে ঝিকরগাছা সদর উপজেলার কৃষ্ণনগরে মোঃ নজরুল ইসলাম কর্তৃক সরকারি স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে কেস সনাক্তকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মোট দুটি যৌথ ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ঝিকরগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টি.এল.সি.এ. তার পরিদর্শনের সময় তিনি দুটি (০২) সন্দেহভাজন কুষ্ঠরোগ পরীক্ষা করেছেন এবং একটি (০১) কেস নিশ্চিত ও নথিভুক্ত করা হয়েছে। আরেকটি যৌথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জনাব অনিক রায়- টিএলসিএ। তার পরিদর্শনকালে তিনি ০১ জন সন্দেহভাজন কুষ্ঠ রোগীকে পরীক্ষা করেছেন কিন্তু সৌভাগ্যবশত সন্দেহভাজন ব্যক্তি কুষ্ঠরোগী ছিলেন না। তাদের পরিদর্শনের মাধ্যমে সেই কমিউনিটির লোকেরা কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে সচেতন হয় এবং কমিউনিটির লোকেরা

সন্দেহভাজন রোগীদের ওই এলাকার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করতে সহায়তা করে। অধিকন্তু ভাল যোগাযোগ এবং নেটওয়ার্কগুলি AEP কর্মীদের সাথে তৈরি করা হয়েছে যা কেস অনুসন্ধান এবং নিশ্চিতকরণে সহায়তা করে।

BS-AEP টিম কমিউনিটি পর্যায়ে মোট চারটি (৩৭) উঠান সেশন পরিচালনা করেছে এবং কুষ্ঠ সমস্যা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। উঠান অধিবেশনের মাধ্যমে মোট ৬৫৯ জন (পুরুষ-২৫৭ এবং মহিলা ৪০২) জনগোষ্ঠী কুষ্ঠরোগ সচেতনতা বার্তা পেয়েছে। কমিউনিটির লোকজনের দ্বারা কমিউনিটির সন্দেহভাজন কুষ্ঠ রোগীদের খুঁজে বের করার জন্য অঙ্গন অধিবেশনের শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে AEP টিম সন্দেহভাজন রোগীদের স্ক্রিনিং করছে এবং তাদের সরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিতে সহায়তা করছে। উঠান বৈঠক ছাড়াও BS AEP দলের সদস্য কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে চায়ের স্টলে বা অন্যান্য পাবলিক প্লেসে কুষ্ঠ রোগের বার্তা ভাগ করে নেওয়ার জন্য এক থেকে এক কৌশল প্রয়োগ করে এবং কুষ্ঠরোগের বিষয়ে তথ্য পেতে সেই ব্যক্তিদের ব্যবহার করে। বিএস এইপি টিম স্থানীয়ভাবে তাদের "ইনফর্মার গ্রুপ" বলে ডাকে এবং এই গ্রুপের সদস্যরা কুষ্ঠরোগের বিষয়ে তথ্য দিয়ে তাদের কমিউনিটিতে সত্যিই ভাল কাজ করছে।

কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পায়ের জুতা তৈরি করতে বেসরকারী জুতা প্রস্তুতকারককে সহায়তা প্রদান - প্রতিবেদনের সময়কালে মোট চার (০৪) জন কুষ্ঠ রোগীকে প্রকল্প থেকে ০৮ জোড়া জুতা দিয়ে সহায়তা করা হয়েছিল। কুষ্ঠ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী চারজন কুষ্ঠ রোগীকে (মোঃ ইউসুফ আলী-দয়ারামপুর, মোঃ আলী হোসেন-কয়েরপাড়া চৌগাছা, মোঃ আসরাফুল ইসলাম-পন্ডিতপুর এবং মোঃ মোকশেদ আলী-ইত্তা মনিরামপুর) পায়ের পরিধান/জুতা বিশেষ মানের প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি রোগী ব্যবহারের জন্য দুই জোড়া জুতা পেয়েছেন। এই রোগীরা তাদের অসুস্থতার কারণে গুরতরভাবে ভুগছে এবং হাঁটার সময় সঠিকভাবে হাটতে করতে পারে না। তাই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য বিশেষ মানের জুতা দেওয়া হয়।

সিভিল সোসাইটি, রোগীদের, কুষ্ঠ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য AD প্রদান - রিপোর্ট করার সময় **AEP** কমিউনিটির কুষ্ঠরোগী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তাকারী ডিভাইস (এডি) সহায়তা দিয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত পরিবারের সদস্য ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে মোট ০৫ জন প্রতিবন্ধী এডি সহায়তা পেয়েছেন। AD সমর্থনগুলি হল - মোবাইল কমোড - ০১, অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ক্রাচ -০৩ এবং অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ফোল্ডিং স্টিক -০১।

কুষ্ঠরোগ মুক্ত বাংলাদেশের জন্য সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগ: প্রকল্পটি বাংলাদেশের জাতীয় কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির নির্দেশনায় বাস্তবায়িত হচ্ছে যেখানে সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগগুলি কুষ্ঠ রোগ শনাক্তকরণ, নিবন্ধন ও চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে যশোর সিভিল সার্জন (সিএস) কর্মকর্তা এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে-ক্সের কর্মকর্তা AEP ফিল্ড টিমের সাথে সাতটি (০৭) যৌথ পর্যবেক্ষণ পরিদর্শন করেছেন এবং কুষ্ঠ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে সহায়তার জন্য অবদান রেখেছেন।

কুষ্ঠ রোগীদের পুনর্বাসন সহায়তা: AEP প্রকল্পটি কুষ্ঠ রোগ সনাক্তকরণ, নিবন্ধন এবং সেইসব কুষ্ঠ রোগীদের উন্নত মানের চিকিৎসায় নিয়ে কাজ করে। প্রকল্পটি কুষ্ঠ রোগীদের পুনর্বাসন সহায়তার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিবেদনের সময়কালে মোট ০৪ জন কুষ্ঠ আক্রান্ত ব্যক্তিকে আইজিএ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে । মোট ২০,০০০ টাকা দিয়ে তাদের ছাগল কেনা থেকে শুরু করে মুরগি পালন, ছোট মুদির দোকান করা এবং তাদের ক্ষুদ্র ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ ইত্যাদির জন্য দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও যশোর সিভিল সার্জনের (সিএস) কর্মকর্তার উপস্থিতিতে শীতকালীন অধিবেশনে ৩০জন (পুরুষ-১৬ এবং মহিলা-১৪) কুষ্ঠ রোগীদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়েছিল । প্রকল্পটি কুষ্ঠ আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য জুতা তৈরির জন্য বেসরকারী জুতা প্রস্তুকারকদেরও সহায়তা করেছিল এবং ৪ জন কুষ্ঠ আক্রান্ত রোগীকে পুনর্বাসন সহায়তা হিসাবে সেই জুতা প্রদান করেছিল।

বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস পালনঃ ৩০ জানুয়ারী ২০২৩ তারিখে বাঁচতে শেখা সরকার এবং অংশীদারিত্বে জনগণকে সক্রিয় এবং জড়িত করে AEP প্রকল্প যশোর সিভিল সার্জন অফিসে বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস ২০২৩ উদযাপন করেছে। সিভিল সার্জন, যশোর কর্তৃক জাতীয় কুষ্ঠ কর্মসূচি-স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, দ্য লেপ্রসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল-বাংলাদেশ (টিএলএমআই-বি) এবং বাঁচতে শেখা এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস ২০২৩-এর থিম: মর্যাদার জন্য ইউনাইটেড এবং মূল বার্তা ছিল-

- একসাথে আমরা প্রতিটি কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করতে পারি এবং কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতাকে সম্মান করতে পারি।
- যারা কুষ্ঠ রোগে ভোগেন তারা কলঙ্ক, বৈষম্য এবং বিচ্ছিন্নতার কারণে মানসিক সুস্থতার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন।
- যারা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত তাদের রোগ-সম্পর্কিত কলঙ্ক এবং বৈষম্য থেকে মুক্ত একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার রয়েছে।

কুষ্ঠরোগ স্কুল আউটরিচ সেশন: রিপোর্টিং সময়কালে মোট ০৮টি স্কুল সেশন পরিচালিত হয়েছিল যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের কুষ্ঠ রোগ সম্পর্কে সচেতন করা হয় । যেখানে ৪০০ জন ছাত্র (ছেলে - ২৩২ এবং বালিকা -১৬৮) সেশনে অংশগ্রহণ করেছে। বিদ্যালয়ের অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল-

- কুষ্ঠরোগ এবং এর জটিলতা সম্পর্কে স্কুলে যাওয়া ছাত্রদের সচেতন করা।
- কুষ্ঠ রোগ সম্পর্কে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সচেতন করার জন্য তাদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করা এবং চিকিৎসা পেতে সহায়তা করা।
- কমিউনিটির লোকদের জন্য স্বেচ্ছাসেবক এবং কুষ্ঠ রোগ শনাক্ত করতে সাহায্য করে।

কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা এবং নাগরিক সমাজের অংশীদারদের দ্বারা নতুন কেস সনাক্তকরণের জন্য যৌথ মোবাইল আউটরিচ ক্লিনিক স্কিন ক্যাম্প পরিচালনা - ১৪ জুন ২০২৩-এ ঝিকরগাছা (ফুলবাড়ী গ্রাম) উপজেলায় AEP প্রকল্পের সহায়তায় এবং UH&FPO-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে একটি স্কিন ক্যাম্প পরিচালিত হয়েছে। এবং ঝিকরগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে-ক্সের টিএলসিএ। TLMI-B (খালেকুজ্জামান) এর কুষ্ঠ বিশেষজ্ঞ সন্দেহভাজন কুষ্ঠ রোগীদের খুঁজে বের করার জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়েছেন এবং একটি সফল স্কিন ক্যাম্প করতে অবদান রেখেছেন। স্কিন ক্যাম্পের মাধ্যমে মোট ০৮ জন (পুরুষ -০৫ এবং মহিলা -০৩) সন্দেহভাজন কুষ্ঠ রোগী স্ক্রীনিং এবং নিবন্ধনের জন্য পাওয়া গেছে। মোট ১০৬ জন (পুরুষ ৩২, মহিলা ৪৮, ছেলে - ১৪ এবং মেয়ে ১২ জনকে স্ক্রীন করা হয়েছিল এবং প্রকল্প থেকে তাদের প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়েছিল।

সরকারি স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে যৌথ পর্যবেক্ষণ এবং ইভেন্ট পরিদর্শন - প্রতিবেদনের সময়কালে PO এবং TLCA'র দ্বারা মোট আটটি (০৮) যৌথ পর্যবেক্ষণ পরিদর্শন করা হয়েছিল। মোঃ আসলাম উদ্দিন, পিও, (যশোর সিভিল সার্জন অফিস) তিনবার ক্ষেত্র পরিদর্শন করেছেন এবং কুষ্ঠ রোগীদের খুঁজে বের করতে সাহায্য করেছেন এবং সেইসাথে কুষ্ঠ রোগীদের ফলোআপ করেছেন। তিনি বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টিএলসিএদের দ্রুত কুষ্ঠ রোগীদের নিবন্ধন করে চিকিৎসার আওতায় আনার পরামর্শ দেন। কারণ কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসা পাওয়ার এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখার অধিকার রয়েছে। PO এর পরিদর্শন ছাড়াও যশোর জেলার বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের TLCA'র দ্বারা মোট আরও পাঁচটি (০৫) যৌথ পর্যবেক্ষণ পরিদর্শন করা হয়েছে।

সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীদের যৌথ পর্যবেক্ষণ পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য হল-

- সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীদের পর্যবেক্ষণ পরিদর্শন নিশ্চিত করে নিবন্ধিত কুষ্ঠ রোগীরা সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে ওষুধ ও চিকিৎসা পাবে এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হবে।
- কুষ্ঠ সমস্যা সম্পর্কে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরন এবং নিবন্ধিত কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসার জন্য তাদের জবাবদিহিকরন।

লার্নিং ৩৬০: লার্নিং ফর চেঞ্জ এন্ড রেজিলেন্স

- সামগ্রিকভাবে সচেতনকরন এবং নিশ্চিতকরন যে, এনজিওগুলি কুষ্ঠ রোগ শনাক্তকরণের জন্য বুট লেভেলে কাজ করছে এবং তাদের চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে রেফার করছে।

দাতাঃ দি লেপ্রসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল- বাংলাদেশ
প্রকল্পর এলাকা: যশোর জেলা ৩ টি উপজেলা ।
প্রকল্পের লক্ষ্য: লেপ্রসি আক্রান্ত ব্যাক্তিদের জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো।
অগ্রগতি আপডেট: সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য লার্নিং ৩৬০: লার্নিং ফর চেঞ্জ অ্যান্ড রেজিলেন্স প্রকল্পটি কুষ্ঠ রোগ সনাক্তকরণ, চিকিৎসার জন্য নিবন্ধন এবং ফলাফল অর্জনের জন্য পুনর্বাসন পরিষেবার মাধ্যমে মানুষের সুস্থতার বিষয়ে কাজ করে। কার্যক্রমগুলো হলো-

কুষ্ঠ রোগ সনাক্তকরণের জন্য পরিবারের সাথে যোগাযোগ জরিপ - পরিবারের সাথে যোগাযোগ জরিপের প্রধান কাজ হল কুষ্ঠ রোগ সনাক্তকরণ, সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে মানসম্পন্ন চিকিত্সার জন্য নিবন্ধন করা এবং পুনর্বাসন পরিষেবার মাধ্যমে একটি সুখী জীবন নিশ্চিত করা। প্রতিবেদনের সময়কালে মোট ৫৮৮০টি পরিবার জরিপ করা হয়েছিল যেখানে মোট ২৭৩০০ জনকে কুষ্ঠ রোগ সনাক্তকরণের জন্য স্ক্রীন করা হয়েছিল। পরিবারের সাথে যোগাযোগ জরিপের মাধ্যমে মোট ২৪ জনকে কুষ্ঠ রোগী হিসাবে সন্দেহ করা হয়েছে এবং অবশেষে মোট ১৪ জন কুষ্ঠ রোগীকে কুষ্ঠ রোগী হিসাবে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ভাল মানের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের জন্য নিবন্ধিত হয়েছে।

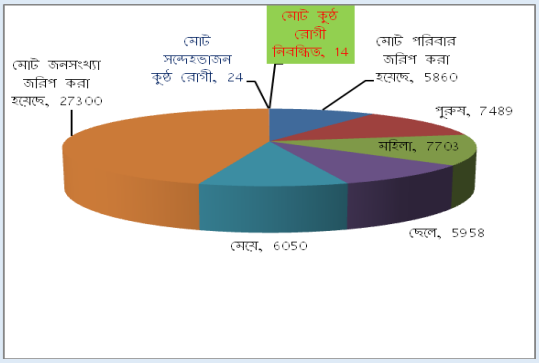

সম্প্রসারিত যোগাযোগ সমীক্ষা - বর্ধিত যোগাযোগ জরিপ প্রধানত নিবন্ধিত কুষ্ঠ রোগীদের লক্ষ্য করে পরিচালিত হয় যারা চিকিৎসাধীন রয়েছে এবং একজন কুষ্ঠ রোগীকে লক্ষ্য করে কাছাকাছি ৪০টি পরিবারকে লক্ষ্য করে জরিপ করা হয়। ৪৮টি নিবন্ধিত কুষ্ঠ রোগীদের লক্ষ্য করে মোট ২০৪৬টি পরিবারের (৮৮২৪ জন) কুষ্ঠ রোগ সনাক্তকরণের জন্য জরিপ করা হয়েছিল। বর্ধিত যোগাযোগ জরিপ করার সময় ১ জনকে কুষ্ঠ রোগী হিসাবে সন্দেহ করা হয়েছিল এবং অবশেষে ১ জন কুষ্ঠ রোগীকে কুষ্ঠ রোগী হিসাবে নিশ্চিত করা হয়েছিল এবং ভাল মানের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের জন্য নিবন্ধিত হয়েছিল।

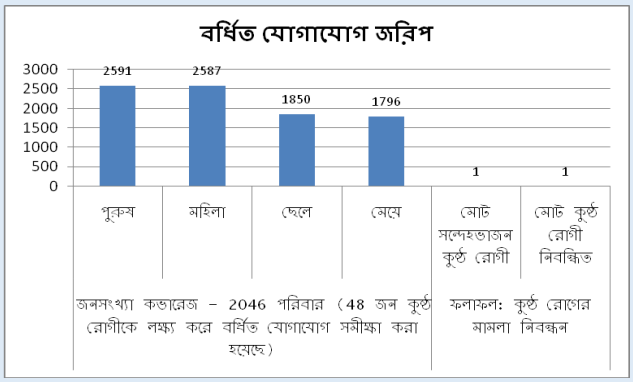

কুষ্ঠরোগ সচেতনতা নিয়ে উঠান বৈঠক: কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা, কুষ্ঠ রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন পরিষেবা কোথায় পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে তথ্য প্রচারের জন্য সাধারণত কমিউনিটি পর্যায়ে আয়োজিত উঠান বৈঠক। প্রতিবেদনের সময়কালে কমিউনিটি পর্যায়ে মোট ৩৫টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল এবং মোট ৬৪২ জনের মাঝে কুষ্ঠরোগের বার্তা পৌঁছেছে। কমিউনিটির লোকজনের দ্বারা সন্দেহভাজন কুষ্ঠ রোগীদের খুঁজে বের করার জন্য অঙ্গন অধিবেশনের শিক্ষা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে AEP টিম সন্দেহভাজন রোগীদের স্ক্রিনিং করছে এবং তাদের সরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিতে সহায়তা করছে। উঠান

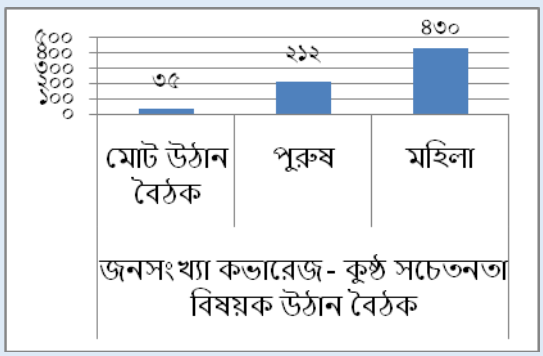

বৈঠক ছাড়াও BS AEP দলের সদস্য কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে চায়ের স্টলে বা অন্যান্য পাবলিক প্লেসে একজন থেকে আরেকজনে কুষ্ঠ রোগের বার্তা প্রচার করে এবং কুষ্ঠরোগের বিষয়ে তথ্য পেতে সেই ব্যক্তিদের ব্যবহার করে। বিএস এইপি টিম স্থানীয়ভাবে তাদের "ইনফর্মার গ্রুপ" বলে ডাকে এবং এই গ্রুপের সদস্যরা কুষ্ঠরোগের বিষয়ে তথ্য দিয়ে তাদের কমিউনিটিতে সত্যিই ভাল কাজ করছে।

কার্যক্রম হাইলাইট

স্কুলের শিশু এবং স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য কুষ্ঠরোগ এবং অক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা: ১৬টি স্কুলে কুষ্ঠ ও অক্ষমতা সম্পর্কিত স্কুল সেশন পরিচালনা করা হয়েছিল এবং ৬৯৮ (ছেলে - ২৯৩ এবং মেয়ে -৪০৫) স্কুলগামী শিশুদের মধ্যে কুষ্ঠ ও প্রতিবন্ধী সচেতনতা বার্তা প্রচার করা হয়েছিল। স্কুল সেশন ছাড়াও ১৬ জন কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল যাতে কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকদের কুষ্ঠ রোগ শনাক্তকরণ এবং রেফারেল পরিষেবার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। স্কুল অধিবেশন এবং স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল স্কুলের শিশু এবং কমিউনিটির স্বেচ্ছাসেবকদের কুষ্ঠ রোগের জ্ঞান দিয়ে আলোকিত করা এবং কেস সনাক্তকরণের জন্য তাদের এজেন্ট তৈরি করা। মোট ১৪০ জন কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবককে (পুরুষ-৯৪ এবং মহিলা-৪৬) কুষ্ঠ রোগ শনাক্তকরণ এবং রেফারেল পরিষেবার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।

স্কুল/কলেজ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত উপকরণ সহায়তা: কুষ্ঠ আক্রান্ত রোগী পরিবারের স্কুলগামী শিশুদের শিক্ষা উপকরণ সহায়তা। কুষ্ঠ রোগী পরিবারের স্কুলগামী শিশুদের শিক্ষা উপকরণ প্রদানের উদ্দেশ্য হল তাদের শিক্ষা অব্যাহত রাখতে এবং স্কুল ড্রপআউট কমাতে সহায়তা করা। প্রতিবেদনের সময়কালে প্রকল্প থেকে মোট ৪০ জন শিক্ষার্থীকে (ছেলে-১২ এবং বালিকা-২৮) শিক্ষা উপকরণ দিয়ে সহায়তা করা হয়েছে।

ক্যাপাসিটি অ্যান্ড স্কিল বিল্ডিং ইনিশিয়েটিভ: লার্নিং ৩৬০: লার্নিং ফর চেঞ্জ অ্যান্ড রেজিলিন্স প্রকল্পের অধীনে সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী এবং সমাজকর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নতুন কুষ্ঠ রোগীদের দ্রুত শনাক্ত করতে এবং সহানুভূতির সাথে চিকিৎসা ও সহায়তা করার জন্য সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগের উদ্দেশ্য ছিল-

- কুষ্ঠ রোগ এবং এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।
- কুষ্ঠ রোগের কেস অনুসন্ধান এবং ব্যবস্থাপনা।
- চিকিৎসা ও সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগের ভূমিকা।
- BS ভূমিকা - নিয়মিত ফলো-আপ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আপডেট।

প্রতিবেদনের সময় থানা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার (টিএইচএন্ডএফপিও) সহায়তায় উপজেলা

পর্যায়ে কুষ্ঠরোগ সনাক্তকরণ এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য মোট তিনটি (০৩) প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল যেখানে বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্য পেশাদাররা যোগ দিয়েছেন। মোট ৭৮ জন স্বাস্থ্য পেশাদার (পুরুষ-৪৭ এবং মহিলা-৩১) তিনটি উপজেলা থেকে সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন এবং কুষ্ঠ রোগ সনাক্তকরণ এবং ব্যবস্থাপনার কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন।

কুষ্ঠ রোগীদের পুনর্বাসন সহায়তা: লার্নিং ৩৬০-এর অধীনে: পরিবর্তন এবং স্থিতিস্থাপকতা প্রকল্পের পুনর্বাসন সহায়তায় ০৬জন কুষ্ঠ আক্রান্ত ব্যক্তিকে (পুরুষ -০৫ এবং মহিলা-০১) তাদের পারিবারিক স্তরে আইজিএ শুরু করতে এবং উপার্জনের মাধ্যমে নিজেদের সমর্থন করার জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। আইজিএ সহায়তা ছাড়াও একজন কুষ্ঠরোগী আক্রান্ত মহিলা রোগীকে ব্যবসা শুরু করার অনুদান দিয়ে সহায়তা করা হয়েছিল এবং তাকে একটি সেলাই মেশিন সরবরাহ করা হয়েছিল যাতে সে পরিবারের কাজের পাশাপাশি তার উপার্জন করতে পারে।

চাইল্ড এমপাওয়ারমেন্ট প্রোগ্রাম

দাতা সংস্থাঃ লিলিয়ানা ফাউন্ডেশন ও সিডিডি

কর্ম এলাকাঃ যশোর পৌরসভা ও সদর উপজেলার ৩টি ইউনিয়ন

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ প্রতিবন্ধী শিশুদের সর্বস্তরে অংশগ্রহনের মাধ্যমে অধিকার পাওয়া ও ক্ষমতায় বৃদ্ধি করা যশোর পৌরসভার মধ্যে।

কর্মক্ষেত্রে বয়সভিত্তিক শিশু ও প্রতিবন্ধী যুবক

যশোর পৌরসভা	০-৭ বছর	৮-১৭ বছর	১৮-২৫ বছর	মোট
	৪০	২১৭	৪৩	৩০০

কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশু এবং যুবকদের লিঙ্গ অনুসারে অক্ষমতার ধরন

অক্ষমতার ধরন	লিঙ্গ				মোট
	পুরুষ (প্রাপ্তবয়স্ক)	মহিলা (প্রাপ্তবয়স্ক)	ছেলে (শিশু)	মেয়ে(শিশু)	
অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার;	০	০	০	০	০
সেরিব্রাল পালসি;	২০	১৪	২২	৩৭	৯৩
ডাউন সিন্ড্রোম;	৩	১২	৮	২৭	৫০
বুদ্ধিজীবী অক্ষমতা;	৫	০	৭	১৯	৩১
শারীরিক অক্ষমতা;	৫	১৫	১৪	২৮	৬২
চাক্ষুষ অক্ষমতা;	০	০	০	০	০
শ্রবণ অক্ষমতা;	০	১৫	১৭	৯	৪১
বক্তৃতা অক্ষমতা;	০	২	৩	৩	৮
একাধিক অক্ষমতা;	০	০	২	১৩	১৫
অন্যান্য অক্ষমতা	০	০	০	০	০
মোট	**৩৩**	**৫৮**	**৭৩**	**১৩৬**	**৩০০**

অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নরুপ ঃ জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ সাল পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যক্রম

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
১.	প্রতিবন্ধী শিশুদের কোচিং ফি প্রদান	২৫জন	২৫জন	
২.	প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা উপকরণ প্রদান	১২০জন	১২০জন	
৩.	আয়মূলক কর্মকান্ডে মূলধন সহায়তা	১০জন	১০জান	

৪.	প্রতিবন্ধীদের ব্যক্তিদের সহায়ক উপকরণ বিতরন (হুইল চেয়ার, হেয়ারিং এইড ও মোবাইল কমোড)	১১জন	১১জন	
৫.	প্রয়োজন মাফিক ওধুধ প্রদান	৩০জন	৩০জন	
৬.	হাইজন/ডিগনিটি কিট বিতরন	১০০জন	১০০জন	
৭.	কমিউনিটি বেজড শিক্ষা	৩০জন	৩০জন	
৮.	স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের সাথে শিশু অধিকার ও অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত অরিয়েন্টেশন	৫টি	৫টি	
৯.	গ্রাম পর্যায়ে পিতামাতার প্রশিক্ষণ	৪০টি	৪৮টি	
১০.	উই রিং দ্যা বেল ক্যাম্পেইন	১টি	১টি	
১১.	বিভিন্ন সেবা প্রদাকারী সংস্থার সুবিধা সংক্রান্ত সংযোগ	২০জন	২০জন	
১২.	সরকারী এবং বেসরকারী বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে কর্মশালা	২টি	২টি	
১৩.	প্রতিবন্ধী কার্ড প্রাপ্তি এবং মূলধারার সেবায় অন্তর্ভুক্তি	৬০জন	৬০জন	
১৪.	প্রতিবন্ধী শিশুদের সরকারী এবং বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিসেবা এবং পূর্নবাসনের জন্য প্রেরন করা	৫০জন	৫০জন	
১৫.	সমাজ সেবা অধিদপ্তর এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থার সাথে ২টি কর্মশালা	২টি	২টি	
১৬.	প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রয়োজন মাফিক ঔষধ সরবরাহ	৩০জন	৩০জন	
১৭.	স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উচ্চতর পরামর্শে ই-রিহাব সার্পোট	৩০জন	৩০জন	
১৮.	প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ জরীপ ও তালিকাভুক্তি	৩টি	৩টি	
১৯.	প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ সমীক্ষা এবং তালিকা হালনাগাদ	১টি	১টি	
২০.	হেল্থ ক্যাম্প - প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ	৫ টি	৫ টি	
২১.	সনাক্ত প্রতিবন্ধী শিশুদের পূর্নবাসন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা হালনাগাদকরন	১৫০জন	১৫০জন	
২২.	করোনাকালীন সময়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের সেবা ও পরিচর্যার জন্য পিতামাতাদের প্রশিক্ষণ	৪০জন	৪০জন	
২৩.	মিভা সাপোর্ট এর মাধ্যমে করোনাকালীন সময়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের সেবা ও পরিচর্যা	৫০টি	৫০টি	
২৪.	ভিএডাব্লিউজি মিটিং	১২টি	১২টি	

২৫.	সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে প্রতিবন্ধী শিশুদের অর্ন্তভুক্তি সেবা প্রাপ্তিতে সমাজ সেবা অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকারের সাথে সমন্বয় সভা	২ টি	২টি	
২৬.	সাফল্যের গল্প উপস্থাপন	৫টি	৫টি	
২৭.	দিবস উদযাপন	২টি	৩টি	

কার্যক্রম হাইলাইট ফটো

কার্যক্রম হাইলাইট ফটো

বিএস- এডুকেশন ফর আন্ডারপ্রিভিলাইজ্ড চিলড্রেন প্রজেক্ট

প্রকল্পের সুবিধাভোগী এবং এলাকা: সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থী ও কমিউনিটি যশোর এলাকার লক্ষ্যিত সুবিধাভোগী।

শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদন্ড । শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারেনা। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত আর অশিক্ষিত মানুষ নিয়ে উন্নতির আশা করা যায়না। তাই দেশের উন্নতি করতে হলে আগে সে দেশের জাতিকে শিক্ষিত করতে হবে। বাঁচতে শেখা সে বিষয় মাথায় রেখে যশোর জেলার যশোর সদর ও শার্শা থানার জগাহাটি, চুড়ামনকাঠি, সরূপদাহ, ললিতাদাহ এবং মহিষাহাট এই ৫টি গ্রামের প্রায় ১৯০জন দরিদ্র ও অবহেলিত শিশুদের লেখাপড়ার পাশাপাশি পোশাক, খাবার ও পরিস্কার পরিছন্নতা বজায় রাখার বিষয় কাজ করতে যাচ্ছে। এছাড়া হতদরিদ্র মানুষদের বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি নির্মান এবং পরিবেশ বজায় রাখার জন্য পায়খানাঘর তৈরি সহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড করবে।

যেহেতু আমাদের দেশের লোক অশিক্ষিত ও দরিদ্র সেই কারনে তারা পুষ্টিকর খাবার পায়না। সেই কারনে তারা নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। অভাবের তাড়নায় তারা সুচিকিৎসা পায়না। সুচিকিৎসা জন্য বাঁচতে শেখা তাদের পাশে দাঁড়াবে। তাছাড়া তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গরু, ছাগল প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভাবে সাবলম্বী করে গড়ে তোলা হবে। এ ছাড়া কর্মসংস্থানের জন্য ভ্যান,রিক্সা প্রদান করা হবে। যারা মৎস্য ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তাদেরকে মৎস্য ব্যবসার জন্য অর্থ প্রদান করা হবে। আর যারা মৎস্য চাষের সঙ্গে জড়িত তাদেরকে প্রশিক্ষন ও অর্থনৈতিক ভাবে সাহায্য করে তাদের আর্থিকভাবে উন্নতি করা হবে।

আমাদের দেশের অনেক অল্প শিক্ষিত ছেলেমেয়ে রয়েছে যাদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কর্মসংস্থনের ব্যবস্থা করা যায়। বাঁচতে শেখা এ রকম অল্প শিক্ষিত ছেলেমেয়েদেরকে প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে।

প্রকল্পের বিবরণ: বাঁচতে শেখা সমগ্র ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য বিকাশের জন্য কাজ করে, যার মধ্যে শিশু এবং যুবকদের শিক্ষা এবং গঠন অন্তর্ভুক্ত, বিশেষ করে যাদের প্রয়োজন। শিক্ষার চাহিদা ও চাহিদা অনুযায়ী, বাঁচতে শেখা সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান করে। বহু বছর ধরে কাজ করার সময়, লক্ষ্য করা গেছে যে, লক্ষ্যিত কমিউনিটির মধ্যে সাক্ষরতার হার সমগ্র গ্রামীণ দরিদ্রদের তুলনায় আরও কম। এর কারণ ঝরে পড়ার হার। বেশিরভাগ শিশু প্রথম ২ বছরে ঝরে পড়ে। শুধুমাত্র প্রথম দুই বছর শিশুদের জন্য সবচেয়ে কঠিন তা নয়, শিশুরা যাতে স্কুলে যেতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য পিতামাতা এবং তাদের কমিউনিটির অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহের যথেষ্ঠ অভাব রয়েছে। এমন প্রথা বিদ্যমান যে, শিশুদের জন্য তাড়াতাড়ি যেকোনো কাজ এর জোগাড় হলেই যথেষ্ঠ । স্কুলে অনিয়মিত উপস্থিতি অভিভাবকদের নিকট স্বাভাবিক বিষয় ।

এই পরিস্থিতি BS কর্মক্ষেত্রের আশেপাশের গ্রামগুলিতে প্রযোজ্য, এবং প্রাথমিকভাবে, অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে অনুপ্রাণিত করতে হয়েছিল। তবে এই সমস্যাটি গ্রামীণ গ্রামে অনেক বেশি তীব্র ছিল। গ্রামীণ সমস্যা দূর করার জন্য, বিএস একটি দ্বিমুখী পদ্ধতির সিদ্ধান্ত নিয়েছে । প্রথমত, শিক্ষা, পুষ্টি উপকরণ এবং স্বাস্থ্য সহায়তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মৌলিক সহায়তা প্রদান করা, যাতে শিশুরা স্কুলে যেতে উৎসাহিত হয়। দ্বিতীয়ত, সচেতনতামূলক সেশনের মাধ্যমে অভিভাবক এবং সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করা, যাতে তারা সন্তান জন্মদানের দীর্ঘমেয়াদী সুবিধাগুলি উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল, যারা পড়তে এবং লিখতে পারে। প্রকল্পটি ২০০৯ সালে চালু হয়েছিল, এবং সবার জন্য শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল যারা দরিদ্র এবং সমাজের নিম্নতম বর্ণের লোকদের মধ্যে থেকে নিরক্ষরতা দূর করা এবং তাদের কাছে শিক্ষা আলো বিকিরণ করা। **(সকলের জন্য শিক্ষা প্রকল্প অজ্ঞতার মধ্য দিয় যারা অন্ধকারে রয়েছে তাদের জ্ঞানের আলো দেখাতে বদ্ধপরিকর।)**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়ার এবং শেখার সুযোগ দেওয়ার জন্য বিশেষ জোর দেওয়া।

- প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং উনয়নের আওতায় বসবাসকারী লোকদের জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা।
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের তালিকাভুক্তি বৃদ্ধি করা।
- অরক্ষিত এবং বহিষ্কৃত শিশুদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- ভবিষ্যতের জন্য সচেতনতা ও আত্মনির্ভরশীল করার জন্য অভিভাবকদের স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা এবং সংরক্ষণের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা।
- জাতীয় স্বাক্ষরতার হার বাড়াতে সরকারি প্রচেষ্টায় অবদান রাখা।

প্রকল্প সমস্যা/সুযোগ

- বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং শিক্ষাগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা; প্রতিটি নথিভুক্ত ছাত্র সারা বছর ধরে নিম্নলিখিত সরবরাহগুলি পায় ।
- **পুষ্টি উপকরণ-** প্রতিদিনের পুষ্টি শিক্ষার্থীরা খিচুড়ি এবং বিস্কুট প্রদান।
- **শিক্ষা উপকরণ-** অধ্যয়নের মৌলিক প্রয়োজজনীতা পূরণের জন্য; শিক্ষার্থীরা ইউনিফর্ম, স্কুল ব্যাগ, জুতা, ছাতা, কপি বই, লণ্ঠন, পেন্সিল, কলম, শার্পনার, ইরেজার ইত্যাদি প্রদান।
- **স্বাস্থ্যবিধি উপকরণ-** পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষার্থীরা বডি সোপ এবং ওয়াশিং সাবান ।
- **মেডিক্যাল চেক-আপ-** স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং সুস্থতার জন্য নিয়মিত মেডিকেল চেক-আপ সহায়তা। এছাড়াও, প্রকল্পের উন্নতির জন্য পিতামাতা এবং সম্প্রদায়কে জড়িত করার জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম চলছে;
- **টিউশন সহায়তা:** শিক্ষাগত উন্নতির জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য টিউশন সহায়তা প্রদান করা ।
- **অভিভাবকের সভা:** ছাত্রদের অগ্রগতি অনুসরণ করার জন্য অভিভাবকের মিটিং নিয়মিতভাবে করা । অভিভাবক সভা গ্রামবাসীদের সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের একটি কার্যকর ও মূল্যবান উপায়। এছাড়াও প্রকল্পের সাথে পিতামাতা-সন্তনদের মধ্যে যোগাযোগ করতে সাহায্য করা ।
- **সচেতনতা ও অনুপ্রেরণার অধিবেশন:** পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, রান্নাঘর/আঙ্গিনা বাগান, বাল্যবিবাহের বিপদ, অপুষ্টি এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সম্প্রদায়ে মানুষ এবং শিশুদের সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিয়মিত সভাগুলি পরিচালনা করা হয়।
- **স্কুল পরিদর্শন:** স্কুলে উপস্থিতি অনুসরণ করা এবং অধ্যয়নের অগ্রগতি পরীক্ষা করা; কমিউনিটি মোটিভেটর নিয়মিত স্কুল পরিদর্শন ।

প্রকল্পের প্রভাব এবং স্থায়িত্ব:

- বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য শিক্ষা অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। যাইহোক, ৪৫% এরও বেশি শিশু ৫ম শ্রেণীতে পৌঁছানোর আগেই প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। BS ১৪৮ জন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবিধি উপকরণ এবং সচেতনতা ও অনুপ্রেরণার সেশন প্রদান করে ঝরে পড়ার হার কমাতে সাহায্য করেছে।
- বিএস প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি লক্ষ্যযুক্ত সম্প্রদায়ের ২৫ টিরও বেশি শিক্ষার্থীকে সফলভাবে শিক্ষা প্রদান করছে। এটা অত্যাবশ্যক যে এই শিশুদের কোনো বাধা ছাড়াই তাদের শিক্ষা চালিয়ে যায়।
- গ্রামীণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণাগুণ চিহ্ন পর্যন্ত কম। স্কুল টিউশনের পরে সহায়তা দৈনিক ক্লাসের পাঠ বুঝতে এবং সেই অনুযায়ী বাড়ির কাজ প্রস্তুত করতে সাহায্য করবে। এটি দৈনিক স্কুলে উপস্থিতির হারকেও সাহায্য করবে।
- ছাত্রের পিতামাতারা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে BS-এর কর্মীর দ্বারা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এটি প্রচলিত সংস্কৃতি এবং দৃষ্টিভঙ্গির একটি অত্যন্ত ইতিবাচক পরিবর্তন, যেখানে শিশুদের একটু বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের কাজ করানো হয়েছে।
- পিতামাতারা এখন তাদের সন্তানদের শিক্ষার সাথে জড়িত এবং তাদের শিক্ষার মূল্যায়নে সম্প্রদায়ের প্রেরণার সাথে অংশগ্রহণ করে।

- অভিভাবকদের সম্পৃক্ততার একটি স্পিন-অফ হল স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের ব্যবহারিক দিক যেমন স্বাস্থ্যবিধি এবং পুষ্টিতে সচেতনতা সেশন এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ। BS নীতি হল শিশুদের এবং পরিবারের জীবনের মানকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শিক্ষাকে প্রসারিত করা।
- ছাত্রদের ইচ্ছাকৃতভাবে সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে অবহেলিত এবং সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত পরিবার থেকে নির্বাচিত করা হয়।
- প্রকল্পের জন্য শিক্ষার অন্তর্নিহিত মূল্য ছাড়াও, শিশুরা ব্যক্তিগতভাবে বিকশিত হয় অন্যান্য বিষয়গুলির দ্বারা যা তারা ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে অনুভব করে, যেমন স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিচ্ছন্নতার সুবিধা, ভাল পুষ্টির স্বাস্থ্য এবং কুসংস্কারের কুফল।

কার্যক্রম হাইলাইট ফটো

বিএস প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালকের কাছ থেকে ল্যাপটপ কম্পিউটার গ্রহণকারী স্পনসর...

গ্রামে টিউশন ক্লাস...

শিক্ষার্থীরা প্রথম টার্মিনাল পরীক্ষা লিখছে...

জোগাহাট প্রাক বিদ্যালয□র ছাত্র রান্না করা খাবার উপভোগ করছে...

সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম ফর দি ডিজাবল্ড প্রজেক্ট

দাতারা: দে ব্রেস ভোর, লা বোত্তেগা ডেলা সলিডারিয়েটা এবং অ্যাসোসিয়েজিয়েনি পার সিয়া।

প্রকল্পের সুবিধাভোগী এবং এলাকা: প্রধানত সেরিব্রাল পালসি শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক ক্লায়েন্টরা (CVA, পিঠে ব্যথা, ঘাড়ের ব্যথা) কেন্দ্র থেকে এবং ঘরে বসে ফিজিওথেরাপি পরিষেবা পাওয়ার জন্য অগ্রাধিকার পায়।
কভারেজ এলাকাগুলো হলো যশোর, খুলনা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মাগুরা, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর।

প্রকল্প পটভূমি: বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১৫ কোটির অধিক লোক বাস করে যার মধ্যে ৮%-১২% লোক বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত। প্রতিবন্ধিতার বিষয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে অসামঞ্জশ্যতার পাশাপাশি ভয় এবং কুসংস্কার দ্বারাও সমাজ ভীষণভাবে প্রভাবিত। প্রতিবন্ধীরা পরিবার ও সমাজে প্রতিনিয়ত অবহেলা ও নিগ্রহের শিকার হচ্ছে। এর মধ্যে নারী ও শিশু প্রতিবন্ধীদের অবস্থা খুবই খারাপ। বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ এবং এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রায় ৩০ কোটি লোক প্রতিবন্ধীতায় আক্রান্ত হয়ে নেতিবাচক অবস্থার মধ্যে দিন-যাপন করছে।

বাঁচতে শেখা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। সমাজের একেবারে অবহেলিত, নিগৃহীত এবং দরিদ্র প্রতিবন্ধী শিশুরা মূলত এ কেন্দ্রের সেবা পেয়ে থাকে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মূলতঃ প্রতিবন্ধী শিশুরা সঠিক ফিজিওথেরাপী পাবে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ যে সহায়তাটি এ প্রকল্পের মাধ্যমে পাবে তা হলো- প্রতিবন্ধী শিশুর অভিভাবকদেরও ফিজিও থেরাপীর উপর হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে যাতে তারা বাড়িতে শিশুটিকে ফিজিওথেরাপী দিতে পারে। এখানে একজন প্রতিবন্ধী শিশু শুধুমাত্র ফিজিওথেরাপী পাবে তা নয়- এখানে একজন শিশুর সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার শিক্ষাও প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের দীর্ঘ-মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইহা সহায়তা করবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বহুসংখক মানুষ প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে অবহিত এবং সচেতন হবে।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীতার মূল কারণ হলো পোলিও এবং সেরিব্রাল পালসি (সিপি)। তবে সরকারের ব্যাপক উদ্যোগের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে পোলিও রোগের ব্যাপকতা ভীষণভাবে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে উন্নত দেশগুলোতে .০৩% এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে .০৬% ক্ষেত্রে সিপি-এর ঘটনা ঘটে থাকে। ব্রেইন-এর ক্ষতির কারণে সিপি হয়ে থাকে যা গর্ভকালীন অথবা সন্তান প্রসবের সময় সদ্যজাত শিশুর ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। ইহা শরীরের যে কোন অংশ অথবা পুরো অংশকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। এর ফলে চলাফেরা, ভারসাম্য রক্ষা, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবন, কথা বলা, মানসিক সক্ষমতা ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে। বাংলাদেশে খুব কম লোকই এ রোগ সম্পর্কে অবগত এমনকি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এ রোগ সম্পর্কে ধারণার ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে সাধারণ ধারণা আছে যে, ইহা ভুত-প্রেতের কাজ। তাই তারা প্রথমেই কবিরাজ বা গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে যায় সাহায্যের জন্য। কিন্তু দ্রুত আরোগ্য লাভের আশায় কবিরাজ বা হাতুড়ে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়ে তারা শুধুমাত্র হতাশই হয়। এধরণের প্রতিবন্ধী বাচ্চারা পরিবারের নিকট থেকে শুধুমাত্র অবহেলাই পেয়ে থাকে। সিপি পুরোপুরি নিরাময় করা সম্ভব না হলেও ফিজিওথেরাপী ও বিশেষ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সিপি রোগীদেরকে অনেকটাই স্বাভাবিক করা সম্ভব। ফিজিওথেরাপী ও বিশেষ শিক্ষার মাধ্যমে সিপি রোগীকে টয়লেট ব্যবহার, কাপড় পরিধান করা, খাবার গ্রহণ, গোসল এবং ঘুমানো ইত্যাদি বিষয়ে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সিপি রোগীদেরকে এসব ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করা হবে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুরা শুধুমাত্র শারিরীক এবং মানসিকভাবে উপকৃত হবে না, ইহার সুফল দীর্ঘস্থায়ী হহবে এবং শিশুরা একটা সুন্দর ভবিষ্যত পাবে। ইহা বাংলাদেশের উন্নয়নের দীর্ঘস্থায়ীত্বের ক্ষেত্রে বিশেষ ভুমিকা পালন করবে।

প্রকল্প বর্ণনা: ২০০২ সালে, বাঁচতে শেখা যশোর জেলার প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ব্যাপক ফিজিওথেরাপি সহায়তা প্রদান শুরু করে। স্থানীয় দাতাদের আর্থিক সহায়তা, বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন এবং বাঁচতে শেখার নিজস্ব তহবিলে ফিজিওথেরাপি সেন্টারটি চালু করা হয়। সুযোগ, পরিষেবা এবং সুবিধার সৃষ্টি এবং প্রচারের কেন্দ্র উদ্দেশ্য, যা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এবং তাদের পরিবার/কেয়ারটেকারকে বৃহত্তর কমিউনিটিতে অংশগ্রহণ করতে এবং একটি উন্নতমানের জীবন অর্জন করতে সক্ষম করে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- শারীরিক ও কার্যকরী অবস্থার বিকাশের জন্য প্রতিবন্ধী শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মানসম্পন্ন ফিজিওথেরাপি, পেশাগত থেরাপি এবং বিশেষ শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা।
- ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি এবং বিশেষ শিক্ষার জন্য রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আরও থেরাপি সুবিধা সম্প্রসারিত করা।
- বিশেষ করে স্ট্রোক, আর্থ্রাইটিস, পিঠের ব্যথা, ঘাড়ের ব্যথা এবং স্পোর্টস ইনজুরি ক্লায়ন্টদের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের ফিজিওথেরাপি পরিষেবা প্রসারিত করা। এই নতুন উদ্যোগ কেন্দ্রের কার্যক্রম টিকিয়ে রাখতে এবং উন্নত করতে কেন্দ্রের আয়কে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে।
- প্রতিবন্ধীতা প্রতিরোধ সম্পর্কে শিশুদের মা/বাবা/অভিভাবকদের প্রশিক্ষিত করা এবং ফিজিওথেরাপি কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। যাতে অভিভাবকরা বাড়িতে ফিজিওথেরাপি চালিয়ে যেতে এবং উন্নতি নিশ্চিত করতে সক্ষম হন।
- সাধারণ জনগণকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রহণ, সম্মান ও সহায়তা করতে সহায়তা করা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের জীবনে স্বাগত জানাতে তাদের উত্সাহিত করা এবং তাদের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতা এবং সম্ভাবনার প্রশংসা করা।

প্রকল্পের সমস্যা/সুযোগ: দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশের বিশাল এলাকা বিশেষ করে যশোরের আশেপাশে পরিষেবাগুলি অনন্য। কেন্দ্র নিম্নলিখিত পরিষেবা প্রদান করে;

- **পিটি (শারীরিক থেরাপি) শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য:** আমরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যক প্রতিবন্ধী শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা প্রদান অব্যাহত রেখেছি। দক্ষ শারীরিক থেরাপিস্টরা আধুনিক যন্ত্রপাতি সহ আধুনিক কৌশল সহ ফিজিওথেরাপি প্রদান করেন। বছরে আমরা ৪০৬ শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের থেরাপী প্রদান করেছি।
- **সহায়ক ডিভাইস:** গত বছরের মতো এ বছরও, অনুপলব্ধ তহবিলের কারণে আমরা অভ্যন্তরীণ সহায়ক ডিভাইস ক্যাম্পের ব্যবস্থা করতে পারিনি! যদিও আমরা ৪ জন ক্লায়ন্টকে সিআরপি (প্যারালাইজডদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে) সহায়ক ডিভাইসের জন্য রেফার করেছি। নিজেদের খরচে তারা সিআরপি থেকে সংগ্রহ করেছে।

প্রকল্পের প্রভাব:

- বিএস এর পরিষেবাগুলি আশেপাশের দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশের বিশাল এলাকায় অনন্য। এলাকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, যাদের বেশিরভাগই শিশু, যে সাহায্য দেওয়া হয় তা খুব কম অন্য সংস্থা দিতে পারে।
- উপরন্তু, একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হল যে, অক্ষমতার চিকিৎসা করা যেতে পারে এবিষয়ে আরো বেশি সংখ্যক মানুষ সচেতন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনের মান অপরিমেয়ভাবে উন্নত করা যেতে পারে। এটি এমন কিছু যা পরিসংখ্যানের নিছক সংখ্যা প্রতিফলিত করতে পারে না।
- আমাদের অভিজ্ঞতা ইঙ্গিত দেয় যে, লোকেরা অক্ষমতা সম্পর্কে জানতে চায় না এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের তাদের পরিবারের জন্য একটি অনাকাংক্ষিত বোঝা হিসাবে বিবেচনা করা হত। পুনর্বাসন পরিষেবাগুলি কিছু সময়ের জন্য কাজ করার পরে, এবং সচেতনতা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে, আমরা দেখতে পেলাম যে আগের নেতিবাচক মনোভাব আমূল পরিবর্তন হয়েছে। প্রতিবন্ধীতা এবং প্রতিবন্ধীদের ভূমিকা আরও ইতিবাচক আলোকে দেখা হয়েছে।
- এই পরিবর্তিত মনোভাব শিশুর চিকিৎসায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ক্রমবর্ধমান সম্পৃক্ততার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রায়শই, বাবা এবং মায়েরা কেন্দ্রে আসেন, এবং তাদের ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার প্রাথমিক প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়।

- পরিশেষে, ফলাফলের গুণমান বিবেচনায় এটি অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত যে, বাঁচতে শেখার পুনর্বাসন পরিষেবাগুলি এখন সমস্ত লোকের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছে। যদিও বিএস সেন্টার প্রাথমিকভাবে সেরিব্রাল পলসিতে আক্রান্ত প্রতিবন্ধী শিশুদের সাহায্য করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যারা সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র এবং সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত অংশ থেকে এসেছিল । পরে পরিষেবাটি প্রাপ্তবয়স্ক এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য তাদের সামাজিক শ্রেণী এবং পটভূমি নির্বিশেষে দেওয়া হয়েছে, । প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা নয়, প্রতিবন্ধীতা নিজেই চিকিৎসার জন্য সংজ্ঞায়িত কারণ হয়ে উঠেছে।

কার্যক্রম হাইলাইট ফটো

অভিভাবকদের সভায বিএসের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক ড. অ্যাঞ্জেলা গোমস...

বিএস এর নির্বাহী পরিচালক জনাব পলাশ হুবার্ট গোমস এবং অভিভাবক সভায গভর্নিং বডির সদস্য...

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের র‍্যালি...

অভিভাবকদের বৈঠকের পর আমরা শিশু ও অভিভাবকদের খাবার বিতরণ করেছি...

লিগ্যাল এইড এন্ড লিগ্যাল লিটারেসী

দাতা: বিএস নিজস্ব তহবিল

কর্মক্ষেত্রঃ যশোর জেলা

প্রকল্পের সুবিধাভোগী: ১৫০০ জন

প্রকল্পের লক্ষ্য: গ্রামীন দরিদ্র নারী ও শিশুদের মর্যাদার সাথে সমস্ত অধিকার উপভোগ করতে এবং সমাজে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা থেকে রক্ষা করতে সচেতনীকরণ এবং আইনগত সহায়তা ।

উদ্দেশ্যসমূহঃ

- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠির নির্যাতনের মাত্রা কমিয়ে আনা ও এর কার্যকারিতা অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া।
- নারীদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান অনাচার মোকাবেলায় তাদের আইনী সহায়তা প্রদান করা, সামাজিক ভাবে তাদের এমন একটি অবস্থান তৈরি করা যার মাধ্যমে তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, আইনী সহায়তা সহ সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সেবা পেতে পারে। উক্ত সেবায় যাতে নারীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয় এজন্য সেবা দাতারাও বিশেষতঃ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি হবেন নারীদের প্রতি যথেষ্ট অনুভূতিশীল ।
- বর্তমানে প্রচলিত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সমান অধিকার অর্জনের জন্য নারীর অংশগ্রহন বৃদ্ধি করা ।
- পারিবারিক নির্যাতনের প্রতিকারে সালিশী ব্যবস্থায় এবং আইন সহায়তা প্রাপ্তিতে নারীদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা।

প্রতিবেদন সময় ঃ জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩

ক্রমিক	কার্যক্রমের বর্ননা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
১	উঠান বৈঠক/দলীয় সভার মাধ্যমে আইনী সহায়তা এবং আইন বিষয়ক জ্ঞান বা ধারনা প্রদান	৫০	৩০	
২	আইনী বিচার পাওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা (মামলা দায়ের, চিকিৎসা, সনদপত্র সংগ্রহ, ওকালতি)	৪০	৩৫	
৩	ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় সহায়তা	৪	৪	
৪	ক্ষতিগ্রস্থদের জীবিকার সহায়তার জন্য নেটওয়ার্ক সদস্যদের সাথে সংযোগ স্থাপন	৯	৯	
৫	মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে শিশুদের বেঁচে থাকার জন্য স্তন দানকারী মাকে সহায়তা	১৫	১৫	
৬	দৈনিক আইন সহায়তা পরামর্শ	৩০০	২৯৫	
৭	মধ্যস্থতার জন্য মামলা নথীভুক্তকরণ	৮৭	৮৫	
৮	মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা আপোষ মিমাংশা	৮৫	৮২	
৯	আদালতে মামলা দায়ের	১৭	১৫	
১০	বাল্য বিবাহ থামাতে আইনী সহায়তা	০৭	০৬	
১১	আইনী সহায়তা পেতে জেলা আইনী সহায়তা কমিটির সাথে এ্যাডভোকেসী	১২	১০	

১২	আইনী সহায়তা পেতে উপজেলা আইনী সহায়তা কমিটির সাথে এ্যাডভোকেসী	০১	০১	
১৩	আইনী সহায়তা পেতে ইউনিয়স আইনী সহায়তা কমিটির সাথে এ্যাডভোকেসী	৩০	২৯	
১৪	আইনী সহায়তা এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন	০৫	০৫	
১৫	সহিংসতা প্রতিরোধে নেটওয়ার্ক সদস্যদের সাথে মানব বন্ধন ও প্রতিবাদ	০২	০২	

কার্যক্রম হাইলাইট ফটো

বাঁচতে শেখা "ইনস্টিটিউট অপ ট্রেনিং রিসোর্স এন্ড ডেমোনস্ট্রেশন" (ইটরাড)

প্রকল্পের লক্ষ্য: দরিদ্র নারী ও শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষমতা বিকাশ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: স্থানীয় সম্পদ যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা

প্রকল্পের মেয়াদকাল: ১৯৯৪ সাল হতে ২০৫০ সাল

প্রকল্পের অর্থায়ন: নিজস্ব তহবিল

অগ্রগতির প্রতিবেদন চিত্র: বাস্তবায়ন সময়কাল ১লা জুলাই ২০২২ হতে ৩০ শে জুন ২০২৩

ক্রমিক	কর্মসূচীর নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
১	প্রশিক্ষণ কক্ষ ভাড়া সেবা	৬০০ কক্ষ	৫৮০ কক্ষ	
২	আবাসন কক্ষ ভাড়া সেবা	৭,২০০ জন	৬৯৮০ জন	
৩	খাবার সরবরাহ/বিক্রয় সেবা	২৭,০০০ জন	২৬৭৫০ জন	

পকল্পের অবস্থান: ৩৯০ (পুরাতন ৫৫০), শহীদ মশিউর রহমান সড়ক, আরবপুর, যশোর-৭৪০০

কর্মজীবির সংখ্যা: ২৪ জন (প্রত্যক্ষ) ৩জন (পরোক্ষ)

কার্যক্রম হাইলাইট ফটো

আউটডোর মিটিং প্লেস

সভা ও সেমিনারের জন্য বড়রুম

২ বেড সহ এ/সি গেস্ট রুম

বড় হল রুম সেমিনার/সভা

সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য কম্পিউটার শিক্ষার সৃজনশীল সুযোগ

(কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত)

প্রকল্পের অর্থায়নঃ নিজস্ব তহবিল

উদ্দেশ্যঃ

- স্বল্প আয়ের সুযোগ তৈরি করার জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ।
- তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন করা ।
- উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শেখানো ।
- মানব সম্পদ উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ।
- উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে সক্ষমতা বাড়ানো ।
- যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা বাড়িতে কম্পিউটার কিনে ব্যবহার করার সামর্থ্য রাখে না তাদের তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা ।

প্রকল্প এলাকাঃ যশোর সদর উপজেলা ।

ফলাফলঃ ২০২২-২০২৩ সালে ৫৪ জন শিক্ষার্থী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছে এবং সনদপত্র পেয়েছে ।

বাঁচতে শেখা স্কুল (সিএসআর)

প্রকল্পের নামঃ বাঁচতে শেখা স্কুল প্রোগ্রাম (সিএসআর)

প্রকল্পের অর্থায়নঃ নিজস্ব তহবিল

উদ্দেশ্যঃ

- সম্মিলিত সামাজিক দ্বায়বদ্ধতার মাধ্যমে সকলের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা করা ।
- সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা ।
- মান সম্পন্ন ও গুণগত শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মেধা বিকাশ করা ।
- আধুনিক শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শেখানো ।
- উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে সক্ষমতা বাড়ানো ।

প্রকল্প এলাকাঃ কালিগঞ্জ উপজেলা, গাজীপুর ।

স্কুলের নামঃ বাঁচতে শেখা স্কুল তেতুইবাড়ি এবং বাঁচতে শেখা স্কুল তিরিয়া, কালিগঞ্জ উপজেলা, গাজীপুর ।

ফলাফলঃ ৩০০জন ছাত্র-ছাত্রী ২টি স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহন করছে ।

REDMI 9 POWER
2022.9.23 10:12

Tub
Tt

বাঁচতে শেখা ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী

ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের বাৎসরিক রির্পোট ২০২২-২০২৩

ভূমিকা ঃ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। জনগোষ্ঠীর এ অর্ধেক অংশকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রেখে সার্বিক অর্থনৈতিক মুক্তির কথা আশা করা বাতুলতা মাত্র। পৃথিবীর প্রতিটি উন্নত দেশই উন্নয়নের ছোঁয়া পেয়েছে নারী শক্তিকে পুরোপুরি স্বীকার করে নিয়েই, কিন্তু বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে সম্পুর্ণ ভিন্ন বাস্তবতার ভিতর দিয়ে। একবিংশ শতকের দ্বারপ্রান্তে এসেও নারীকে সন্তান লালন-পালন ও গৃহের অন্যান্য কাজকর্ম ছাড়া বাহিরের অন্য কোন কাজে লাগানোর কথা চিন্তা করতে পারছেনা বর্তমান সমাজ। বর্তমান সমাজ নারীকে শুধুমাত্র নারী হিসাবে ভাবছে । তাদের চোখে নারী মানুষ হয়ে উঠতে পারছে না। বাঁচতে শেখা কাজ করছে সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে। এ জন্য বাঁচতে শেখা নারীর শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে নারীকে সমাজের সামনে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

বাঁচতে শেখার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মিস আঞ্জেলা গমেজ কাজের শুরুতে গ্রামের পথে পথে মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন। গ্রামীণ মেয়েদের সাথে খেয়েছেন, থেকেছেন, রাত্রি যাপন করেছেন। তাদের সাথে মিশে গিয়ে তাদের বাস্তব অবস্থা বুঝার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখেছেন নারীর শক্তি আছে, ইচ্ছা আছে, বুঝার ক্ষমতা আছে। শুধু অভাব পুঁজি আর দক্ষতার। তারা মহাজনের নিকট থেকে ঋণ নিচ্ছে । জমি বন্ধক রেখে টাকার অভাব মেটানোর বৃথা চেষ্টা করছে দিনের পর দিন। এভাবে মহাজনী শাসন শোষণে সর্বশান্ত হচ্ছে অনেক পরিবার। এমন অবস্থা থেকে গ্রামীণ নারীকে রক্ষার মানসে তিনি ১৯৮৭- ১৯৮৮ অর্থ বছর থেকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া শুরু করেন। এভাবেই সূচনা হয় বাঁচতে শেখার ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম।

দর্শন/ ভিশন/রূপকল্পঃ

- ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া নারীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিৎ করা ও দরিদ্র জনগোষ্টির দারিদ্র বিমোচন, টেকসই উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন।
- আত্ন-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সক্ষমতা অর্জন এবং পারিবার ও সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

লক্ষ্য/মিশন/অভিলক্ষ্যঃ

- সংগঠিত মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
- ক্ষুদ্রঋণ খাতকে কার্যকরের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র উদ্যোগক্তা সৃষ্টি, অর্থনৈতিক ও মানবিক মর্যাদাবৃদ্ধি, সঞ্চেয়ের মনোভাব সৃষ্টি ।
- সমিতির সাবলম্বীতা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের সময়কাল: মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রোগ্রাম বাঞ্চে শেখার একটি চলমান কর্মসূচি যা ১৯৮৭-১৯৮৭ অর্থ বছরে শুরু হওয়া সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র সম্প্রাদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য শুরু করা। ৮টি জেলার অধীনে ৩১ টি শাখায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্পের অর্থায়ন: বাঁচতে শেখা নিজস্ব তহবিল, জনতা ব্যাংক লিমিটেড এবং সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড, যশোর।

সুবিধাভোগীর ধরন/সুবিধাভোগীর অবস্থা:

- দরিদ্র ও নিঃস্ব নারী ও পুরুষ।
- হস্থশিল্প সহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা।
- প্রান্তিক কৃষক।
- কৃষি উদ্যোক্তা।
- ভূমিহীন কৃষক (নারী ও পুরুষ)।

সঞ্চয়ের ধরণঃ

ক) সাধারণ সঞ্চয়
খ) সেচ্ছা সঞ্চয়
গ) মেয়াদী সঞ্চয়
ঘ) দ্বিগুন জমা সঞ্চয়
ঙ) মাসিক মুনাফা সঞ্চয়

ঋনের ধরণঃ

ক) আর,এম,সি ঋণ
খ) আর,এম,সি কৃষি ঋণ
গ) এম,ই,ডি,পি ঋণ
ঘ) এম,ই,ডি,পি কৃষি ঋণ

এক নজরে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ঃ

ক্রমিক নং	বিবরন	৩০শে জুন ২০২৩ পর্যন্ত
১	জেলা	১০
২	উপজেলা	৬৩
৩	ইউনিয়ন	১৮৭
৪	গ্রাম	৮৯৪
৫	শাখা	৩১
৬	সমিতি	১,৪৮৫
৭	মোট সদস্য সংখ্যা	২৭,৩৬৩
৮	মোট ঋণী সংখ্যা	১৮,০৯১

ক্রমিক নং	সঞ্চয় ও ঋণের ধরন	৩০শে জুন ২০২৩ পর্যন্ত স্থিতি
৯	সাধারণ সঞ্চয়	১৩,১৮,০২,৯০৫
১০	ডিপিএস	১,৩০,৯৯,৭১২
১১	দ্বিগুন জমা	৩২,৬৩,৬৩৬
১২	মাসিক মুনাফা	৩১,৫০,০০০
১৩	সেচ্ছা সঞ্চয়	৫,১৫,০০০
	মোট সঞ্চয় ঃ	**১৫, ১৮,৩১,২৫৩**
১৪	ক্ষুদ্রঋণ	১৬,৯৬,৭৯,৭৯৪
১৫	ক্ষুদ্রঋণ কৃষি	২,৪৬,০৬,৮৫৫
১৬	এম ই ডি পি	৩৪,৩৭,৫০,৭৯৯
১৭	এম ই ডি পি কৃষি	৪,৯১,৬৬,৯৫৭
	মোট ঋণ স্থিতিঃ	**৫৮,৭২,০৪,৪০৫**

বিগত তিন বছরের ঋণ বিতরনের চিত্র ঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বছর	২০২১-২০২২ অর্থ বছর	২০২২-২০২৩ অর্থ বছর
৩৫,৬৯,৯৩,০০০.০০	৪৩,৫৩,৭০,০০০.০০	৬৬,৬৯,১৯,০০০.০০

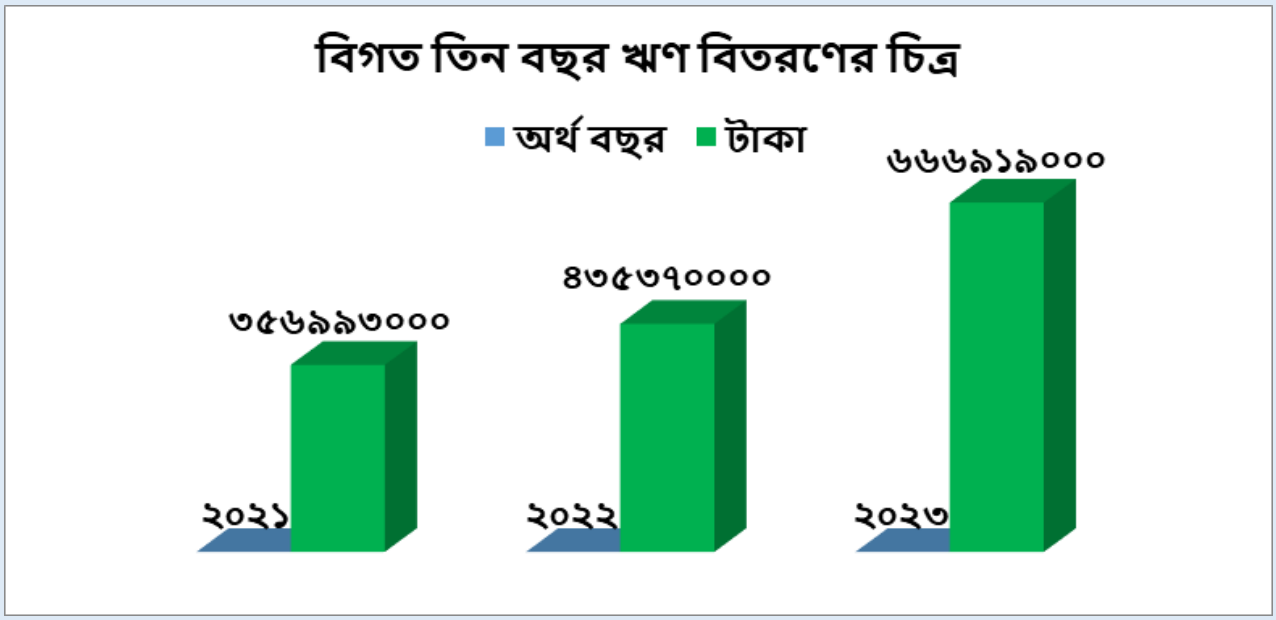

বিগত তিন বছরের ঋণ স্থিতির চিত্র ঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বছর	২০২১-২০২২ অর্থ বছর	২০২২-২০২৩ অর্থ বছর
৪২,৯৩,৯৭,৬৫২.০০	৪৯,৩৫,৭৯,৩৭৬.০০	৫৮,৭২,০৪,৪০৫.০০

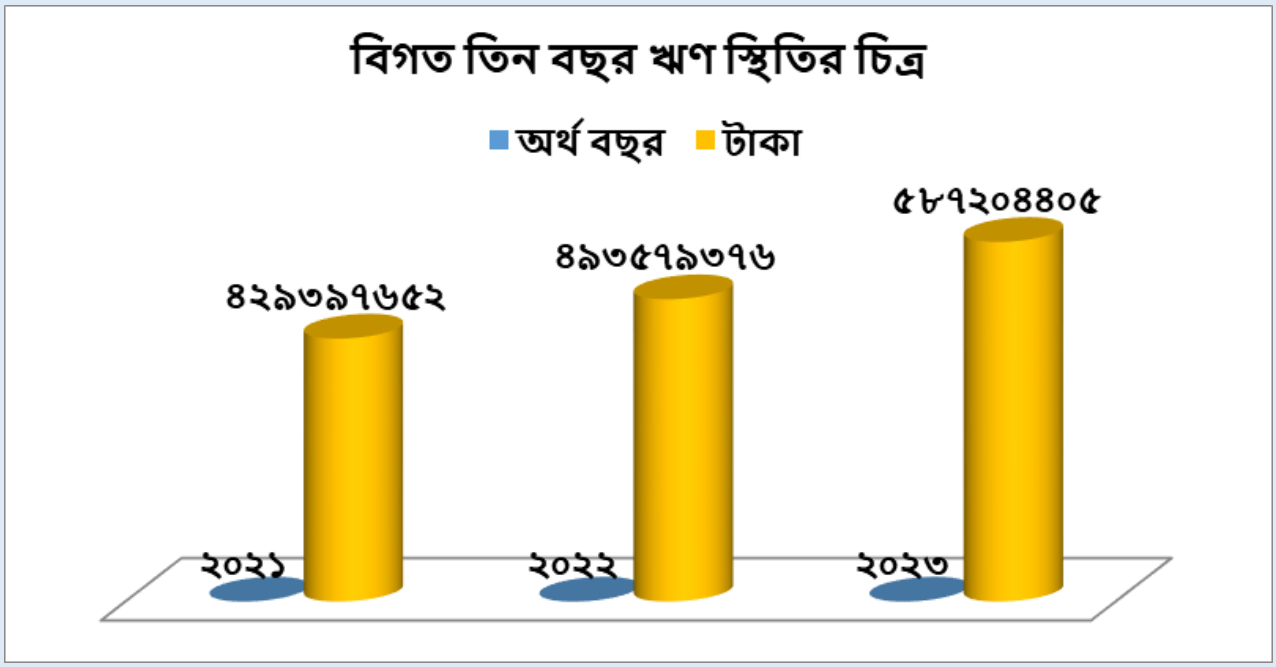

বিগত তিন বছরের মুনাফার চিত্র ঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বছর	২০২১-২০২২ অর্থ বছর	২০২২-২০২৩ অর্থ বছর
৮১,৫০,৪৮৫.০০	৯৮,২৩,০১৭.০০	১,১৫,৮৭,৬৯৬.০০

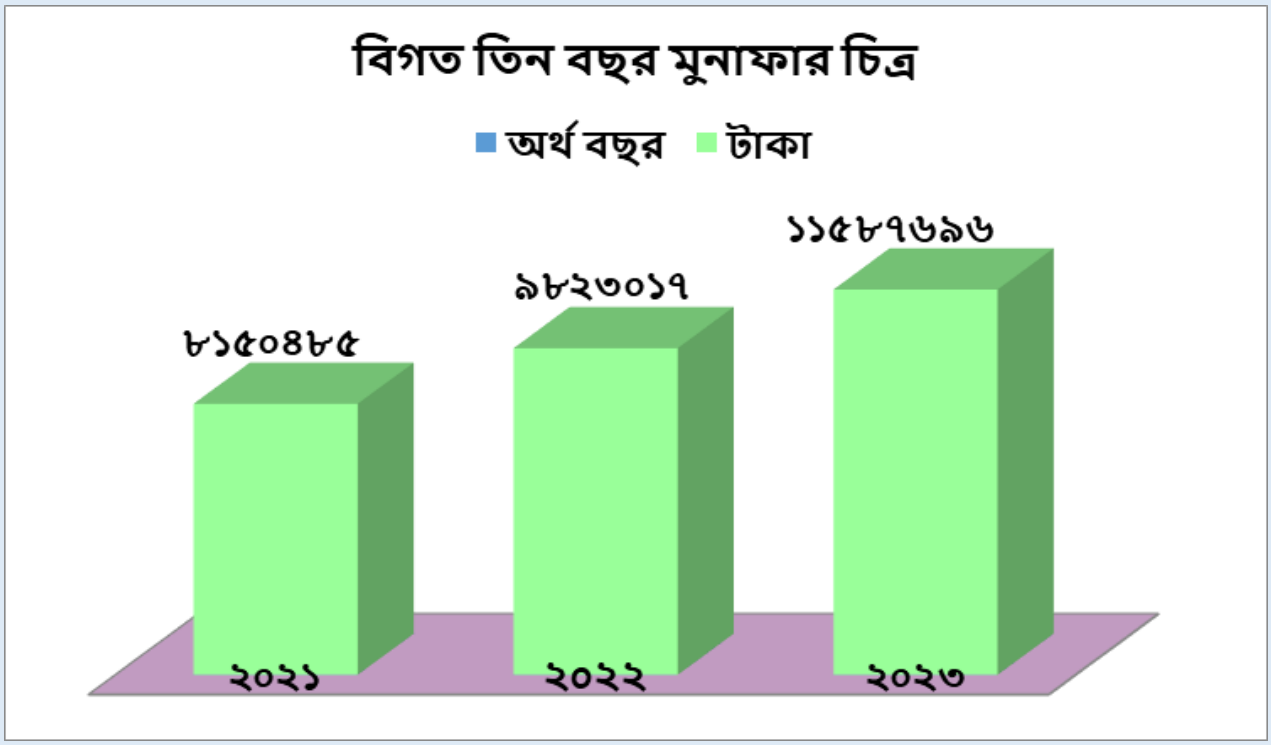

বাঁচতে শেখা ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর কর্ম এলাকা ঃ

ক্রমিক নং	শাখার নাম	উপজেলা	জেলা
১.	চাঁচড়া শাখা, আরবপুর	যশোর সদর	যশোর
২.	হৈবৎপুর শাখা, বারিনগর	যশোর সদর	
৩.	হুদারাজাপুর শাখ	যশোর সদর	
৪.	বসুন্দিয়া শাখা	যশোর সদর	
৫.	চৌগাছা শাখা	চৌগাছা	
৬.	কুয়াদা শাখা	যশোর সদর	
৭.	রাজারহাট শাখা	যশোর সদর	
৮.	ভাঙ্গুড়া শাখা	বাঘারপাড়া	
৯.	মনিরামপুর শাখা	মনিরামপুর	
১০.	নাড়িকেলবারিয়া শাখা	বাঘারপাড়া	
১১.	বুনাগাতি শাখা	শালিখা	

১২.	ছুটিপুর শাখা	ঝিকরগাছা	
১৩.	নড়াইল শাখা	নড়াইল সদর	নড়াইল
১৪.	কালিয়া শাখা	কালিয়া	
১৫.	মাইজপাড়া শাখা	নড়াইল সদর	
১৬.	গাজিরবাজার শাখা	কালীগঞ্জ	ঝিনাইদাহ্
১৭.	ঝাউডাঙ্গা শাখা	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
১৮.	রূপসা শাখা	খুলনা সিটি কর্পোরেশন	খুলনা
১৯.	ফুলতলা শাখা	ফুলতলা	
২০.	বাইনতলা শাখা	বাইনতলা	
২১.	টালিয়ামারা শাখা	টালিয়ামারা	
২২.	ফকিরহাট শাখা	ফকিরহাট	বাগেরহাট
২৩.	চুলকাঠি শাখা	চুলকাঠি	
২৪.	খোকসা শাখা	খোকসা	কুষ্টিয়া
২৫.	কুষ্টিয়া শাখা	কুষ্টিয়া সদর	
২৬.	সন্তিপুর শাখা	কুষ্টিয়া সদর	
২৭.	গাজীপুর শাখা	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন	গাজীপুর
২৮.	পূবাইল শাখা	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন	
২৯.	টঙ্গী শাখা	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন	
৩০.	পোরাবাড়ী শাখা	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন	
৩১.	মঠবাড়ী শাখা	কালীগঞ্জ	

আর্থিক পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকরে্পর বর্ননা	প্রাপ্তির উৎস	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান	প্রকল্পে বরাদ্দ এর %
১	এডুকেশন ফর অল	শিক্ষা উপকরণ এবং ফি প্রদানের মাধ্যমে গরীব ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করা	আইডিয়া-ইতালী	৪,৪১৩,০৯৬	০.৪৭%
২	রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম ফর দি ডিজাব্যাল্ড	শারীরিক প্রতিবন্ধীদেরকে বাঁচতে শেখার নিজস্ব ফিজিওথেরাপী সেন্টারের মাধ্যমে ফিজিওথেরাপী এবং ফলোআপ এর মাধ্যমে সেবা প্রদান	১. লা বোগেতা সোলিডারিতা উতালী, ২. এসোসিয়া পারসুয়া ইতালী, ৩. ইন ড্রেস ভোর নেদারল্যান্ড	২,৮৯৭,১৫০	০.৩১%
৩	চাইল্ড এমপওয়ারমেন্ট প্রোগ্রাম	শারীরিক প্রতিবন্ধীদেরকে বাঁচতে শেখার কর্ম এলাকায় (যশোর সদর উপজেলা) ফিজিওথেরাপী এবং ফলোআপ এর মাধ্যমে সেবা প্রদান	সিডিডি/এলএ ফ	২,১০৩,০২০	০.২৩%
৪	এক্টিভেটিং এন্ড এনগেজিং গভার্নমেন্ট এন্ড পিপল ইন পার্টনারশীপ (এইপি)	কুষ্ঠ রোগ সম্পর্কে সচেতন করা এবং রোগী চিহ্নিত করে তাদের চিকিৎসার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া	দি লেপ্রোসী মিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ	৯৮৯,০৩৮	০.১১%
			প্রাক মোট	**১০,৪০২,৩০৪**	**১.১১%**
৫	সাধারন তহবিল	সংস্থার নিজস্ব আয় এবং ব্যয়	নিজস্ব তহবিল	১,২০৩,৭০০	০.১৩%
৬	হস্থশিল্প প্রকল্প	আইজিএ এক্টিভিটিস এন্ড ইনক্রিজড ইনকাম ফর অর্গানাইজেশানল সাসটেনেবিলিটি	নিজস্ব তহবিল	১,৬০০,০০০	০.১৭%
৭	কম্পিউটার প্রজেক্ট (আইটি)	একসেস টু টেকনিক্যাল এন্ড ডিজিটাল এডুকেশন অথ ইয়াং জেনারেশন	নিজস্ব তহবিল	২০৫,০০০	০.০২%
৮	লিগ্যাল এইড এন্ড লিগ্যাল লিটারেসী	বিনামূল্যে পারিবারিক বিরোধ নিরসন ও আইনী সহায়তা	নিজস্ব তহবিল	৩০০,০০০	০.০৩%
৯	ইটরাড (রেভিনিউ)	আইজিএ এক্টিভিটিস এন্ড ইনক্রিজড ইনকাম ফর অর্গানাইজেশানল সাসটেনেবিলিটি	নিজস্ব তহবিল	১১,০৪০,৯৮৩	১.১৮%

১০	ইটরাড(ক্যাপিটাল)	আইজিএ এক্টিভিটিস এন্ড ইনক্রিজড ইনকাম ফর অর্গানাইজেশানল সাসটেনেবিলিটি	নিজস্ব তহবিল	৬৩৫,০০০	০.০৭%
১১	মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রাম (রেভিনিউ)	আইজিএ এক্টিভিটিস এন্ড ইনক্রিজড ইনকাম ফর অর্গানাইজেশানল সাসটেনেবিলিটি (মাইক্রোক্রেডিট-রেভিনিউ)	নিজস্ব তহবিল	১২৬,২৬৪,০২৫	১৩.৫৩%
১২	মাইক্রোক্রেডিটপ্রোগ্রাম (ক্যাপিটাল)	আইজিএ এক্টিভিটিস এন্ড ইনক্রিজড ইনকাম ফর অর্গানাইজেশানল সাসটেনেবিলিটি (মাইক্রোক্রেডিট-ক্যাপিটাল)	নিজস্ব তহবিল	৭৮১,৮৩৩,৮০৮	৮৩.৭৫%
			প্রাক মোট	**৯২৩,০৮২,৫১৬**	৯৮.৮৯%
			মোট	**৯৩৩,৪৮৪,৮২০**	**১০০%**

বাঁচতে শেখার আর্থিক বিবরণী ২০২২ - ২০২৩
আর্থিক অবস্থানের একত্রিত বিবৃতি